পূজাবার্ষিকী ১৪৩২

নিভৃত্তি নবপত্রিকা

FIRST EDITION

Digital Exclusive

THE ORIGIN STORY | FESTIVE MOMENTS | YOUNG ARTIST´S GALLERY

Letter from Chairman

Dear Friends,
It gives me immense joy and pride to address you all through the very first publication of our magazine **“Nivritti – Nabapatrika”**, released on the occasion of **Durga Puja 2025**. This magazine is not only a creative platform but also a reflection of our shared culture, heritage, and togetherness here in Essen.

Last year, we celebrated our **first Durga Puja in Essen** with the wholehearted participation of the Bengali community and the wider Indian diaspora. It was a truly memorable event—filled with devotion, cultural programs, and above all, the spirit of unity. I extend my deepest gratitude to each and every one of you for making our first Puja such a resounding success.

This year marks the **second Durga Puja by Indian Cultural Connection Essen e.V.**, and we are both humbled and encouraged by the love and support we have received from the community. Durga Puja is not only a religious festival but also a cultural celebration—a time to come together as one family, to share traditions, and to pass them on to the next generation.

Through *Nivritti – Nabapatrika,* we hope to provide a voice to our community, to celebrate our roots, and to showcase the creativity, talent, and spirit of Indians living in Essen. It is my sincere belief that this publication will strengthen the bonds among us and inspire many more contributions in the years ahead.

On behalf of Indian Cultural Connection Essen e.V., I extend my warmest wishes to you and your families. May Maa Durga bless us all with health, happiness, and harmony. Let us continue to nurture our cultural identity while building bridges of friendship in our adopted homeland.

Subho Durga Puja 2025 to all!

With warm regards,
Abhishek Ghosh
Chairman
Indian Cultural Connection Essen e.V.

Founders of the Club

In October 2024, eight Bengalis living in Essen came together with one dream — to celebrate Durga Pujo in our new home and to create a space where our traditions could flourish. With this vision, the ICC Essen Durga Pujo was born. While Durga Pujo remains at the heart of our efforts, the club also strives to highlight other facets of Indian culture, ensuring that our rich heritage is shared, celebrated, and preserved, even far from home. Despite the distance from Bengal, our hearts beat with the same devotion, and our pujo is a way to keep that spirit alive with pride and love.

For Bengalis in Germany, Durga Puja is more than just a festival — it is a feeling of homecoming. It allows us to relive memories of dhak, kaash phool, and sindoor khela, while also passing these traditions on to our children. It is a celebration that binds generations and opens doors for our German and national / international friends to experience the warmth of our culture. Through pujo, we find strength, joy, and unity, no matter how far away we are from our homeland.

Though founded by eight board members, this journey has never been ours alone. The constant support, love, and contributions of many others have made every step possible. Without them, we could not have come this far. Together, we are not just organizing a pujo — we are building a family.

We hope everyone celebrates Durga Pujo with great joy, and may this festival bring auspicious moments and happiness into everyone's lives.

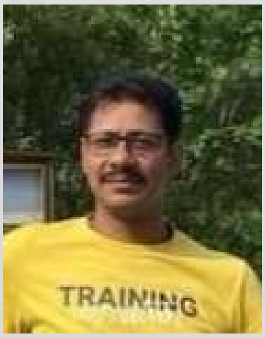

আমার দুগ্গা *by Sucheta Koley*

পূজার হলে কুমোর কাজ করে,
পাটকাঠি কেটে, মাটি চেপে,
তার হাত চলে নিঃশব্দ মাটির ভেতর।
বাঁশ অপেক্ষায় খড়ের মোড়কে।
এ কি তবে দুর্গার রূপ নেবে?
এভাবেই কি দেবী শুরু হন—
নদীর তীর থেকে আনা মাটি দিয়ে,
শ্বাসের মতো হালকা,
যেন হাতে ধরা দিতেই চায় না।
হয়তো পুরোহিত পরে কিছু যোগ করবেন।
হয়তো নীলকণ্ঠ পাখি
আঙিনা পেরিয়ে উড়ে এলে
সবকিছু বদলে যাবে।
স্তর স্তর মাটির আস্তরণ।
খড়, মাটি, আবার মাটি—
এবং ধীরে ধীরে দেবীর অবয়ব
জন্ম নেয় মাটি আর ধৈর্যের হাত ধরে।
ঢাকি বাজায় কাজের তাগিদে,
তার ছন্দ ঝরে বৃষ্টির মতো,
শব্দে মোড়ায় পুরো হলঘর।
দ্বিতীয় প্রলেপের পর,
হঠাৎই সোনার আভা।
তুলি ডুবে যায় রঙে,
চামড়ার উপর ছড়িয়ে পড়ে আভা,
আর মনে হয় দুর্গা জেগে উঠছেন।
কিন্তু তিনি কি তবে শুধু খড় আর মাটি?
শুধু রঙ আর ঝালর?
তাহলে কীভাবে তার হাত
অসুরের চুল আঁকড়ে ধরে?
কীভাবে যুদ্ধ জন্ম নেয়
কাদা আর দড়ির ভেতর থেকে?
অবশ্যই কোথাও আছে এক মন্ত্র—
একটি নিঃশ্বাস, একটি শব্দ,
যা আমায় কেউ কোনোদিন বলেনি।

Youthful Visions of the Divine Mother *by Pratyusha Choudhury*

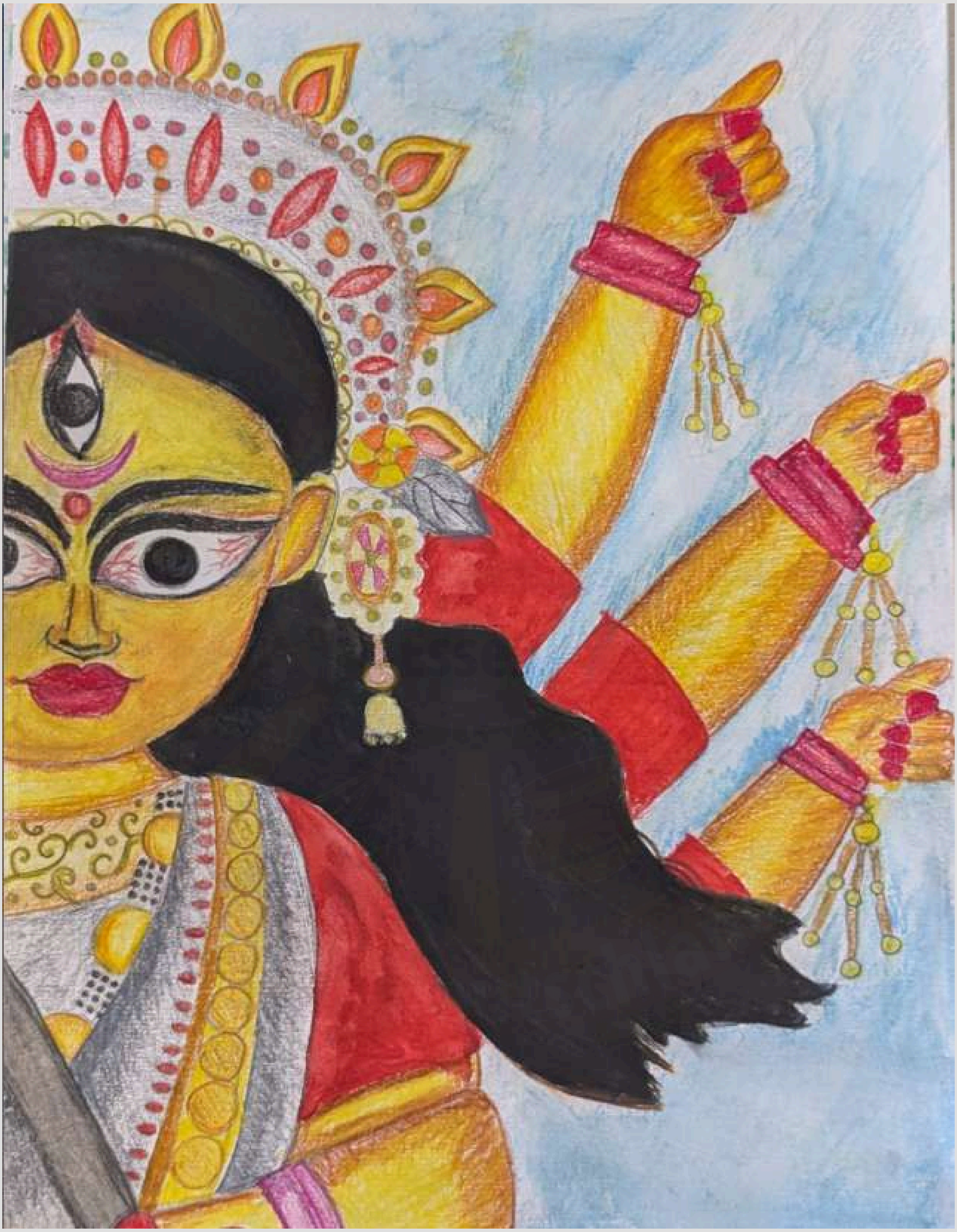

Little Hands, Big Impressions:
Japanese Bridge *by Irene Das, 7 years*

আজবগড়ের গল্পকথা *by Arnwesha Jana*

নদীর পারে একটি দেশ - নামটি তার আজবগড়,
বাইরে মুখে সবার হাসি কিন্তু মনের ভিতর ভীষণ ডর।
কড়া নিয়ম আজবগড়ের - মানতে হবে সকলকে,
মানুষ খাঁটি নাহোক তবুও মানতে হবে নকলকে।
ডেমোক্রেসি মুর্দাবাদ - আজবগড়ের স্লোগান,
চোখ- কান বন্ধ করে শুধু গাইতে হবে জয়গান।
নাচ-গান-নাটক- নভেল এসব শুধুই আধিক্য;
খাওয়া-দাওয়ার মজলিশেই বজায় থাকবে চাকচিক্য।
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যারা, দেবেন নিদান- বিধান,
বুদ্ধি যুক্তি শিকেয় তুলে তাদের করতে হবে সম্মান।
শান্তি নয়, শান্ত হও- এটাই দেশের নীতি
মগজধোলাই মেনে নিলেই আজবগড়ে কৃতী

Captivating silhouette painting

by Abhyuday Das, 9 years

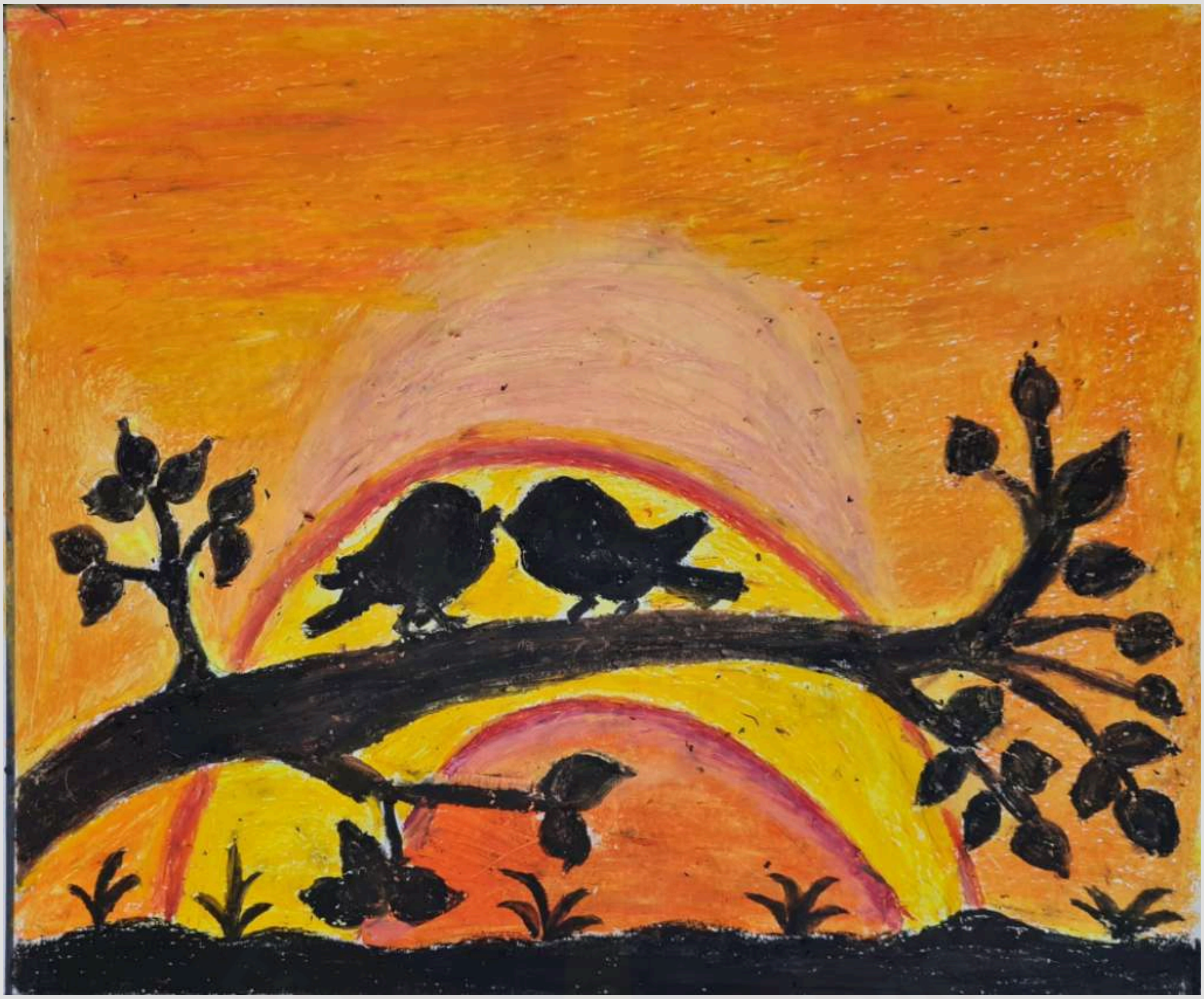

Miku's Awkward Dream *by Saanvi Ghosh, 9 yrs*

Once upon a time there were 2 friends. Their names were Nora and Miku.
One rainy evening they were in the mall.

Miku said, "Oh no! I don't have an umbrella."
Nora said, "Don't worry, I got you!"

When Miku touched the umbrella, something CRAZY happened. They DAZED!!!

Suddenly Nora's voice got all funny, like a cartoon. She said, "I love pickles with Nutella and honey!" and she spun the umbrella like magic.

Miku blinked a lot. The mall was not a mall anymore. There were HUGE pickle jars rolling down the escalators, and a whole river of Nutella going past the food court. Also gummy bears were giving people little jars of honey like free samples!

Miku said, "Nora... are you okay?" She was nervous because the floor was all slippery with Nutella.

Then Nora was FLOATING on a giant pickle boat on the river of Nutella. She was throwing honey jars in the air like juggling. She shouted, "Come on Miku! Let's open the first Pickle-Nutella-Honey Café in the world!"

Miku groaned and said, "This is awkward. Why do I always get stuck in YOUR silly dreams?"
Then there was a big "POP!" and a GIANT honeybee came flying. But it was wearing a mall security uniform! The bee said, "HEY! No outside food allowed!"

Miku screamed, "Nora wake up!! WAKE UP!!"
And then she woke up. She was back in the mall and the rain was still outside.
Nora was just standing there holding the umbrella like normal.

Nora said, "Miku? You okay?"
Miku rubbed her eyes and said, "Please tell me you don't like pickles with Nutella and honey."

Nora giggled and said, "Why not? It sounds yummy."
Miku just sighed. "Great. Now I don't even know if I'm awake or still dreaming."

The End.

এসেনের এক অন্যরকম বংশের কথা *by Uttam Sarkar*

সালটা ২০২৪, এসেনে প্রথম সরস্বতী পুজো। সকলের মধ্যে বেশ উৎসাহ, উত্তেজনা। আগের দিন সন্ধেবেলায় আর পুজোর দিন সকালে পুজোর হল ডেকোরেশন, পুজোর সামগ্রী জোগাড় করে বাড়ি ফিরে তৈরী হয়ে ছুট দিলাম পুজোর হল এর দিকে খিচুড়ির টানে। হলে গিয়ে দেখি অনেকেই এসে গেছে, এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখি দুটো নতুন মুখ। বেশ উৎসাহিত হয়ে পাশে গিয়ে বসলাম আলাপ করার জন্য। পাশে বসতেই শুনতে পেলাম তারা নিজেদের মধ্যে গান, সিনেমা, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছে। আর কি, আমিও জুড়ে গেলাম দু-একটা বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করতে করতে। এবার ইন্ট্রো রাউন্ডটা চালু হতে জানতে পারলাম এর মধ্যে একজন আমার গ্রামের পাশের গ্রামের ছেলে, নাম গৌরব। নর্থ বেঙ্গলের পাশাপাশি গ্রামের দুই অচেনা ছেলের মধ্যে পরিচয় হচ্ছে জার্মানির এসেনের সরস্বতি পুজোতে, ভাবা যায় ! আর অন্যজন নাকি প্রায় wildcard এন্ট্রি পেয়েছে সরস্বতী পুজোটাতে। ও কিছুদিন আগেই প্যারিস থেকে ডুইসবুর্গে শিফট করেছে। করেই আশেপাশে বাঙালি কমিউনিটির খোঁজ করতে করতে সরস্বতি পুজোটার খবর পেয়েছে। Wildcard এন্ট্রি কারণ পুজোর হলটা ছোট হওয়াতে সীমিত জায়গা ছিল আর প্রথমে ওকে বাধ্য হয়েই না করতে হয়েছিল। ওর নাম ছিল ওয়েটিং লিস্টে এক নাম্বারে। RAC - 1 সিট, তোকনফার্মেশানের একটা সুযোগ তো থাকেই । আর সেটাই হলো, একজন অলরেডি রেজিস্টার্ড লাস্ট মিনিটে ক্যানসেল করাতে । কে ক্যানসেল করেছিল আমার মনে নেই। হিরন্ময়ের জানা থাকতে পারে, কারণ এসেনের প্রথম সরস্বতী পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা ওই ছিল। যাকগে সেটা মুখ্য নয় এই লেখায়, যেটা বলার সেটা হলো সেই নতুন wildcard এন্ট্রি ছেলেটা হলো আত্রেয়। ওদিকে পুজো অঞ্জলি জমিয়ে চলছে, আর এদিকে এককোনায় সিনেমা, গান, সাহিত্য, নাটক নিয়ে আড্ডাটাও জমিয়ে চলছে। কথায় কথায় আত্রেয় বললো ওরা প্যারিসে নাটক করতো এবং এসেনে নাটক করা গেলে বেশ ভালো হয়। আমি বললাম বেশ ভালো কথা, কিন্তু সত্যি বলতে মনে হয়েছিল দুদিন পরে এটা নিয়ে তেমন আর কথা আর হবে না, এটা ওই বাকি অন্য বাঙালিদের আড্ডা, বিভিন্ন রোমান্টিক কল্পনা আর adventure এর মতোই হবে, দুদিনেই ভুলে যাবো।

শীতের সকালে ঘাসের মাথায় জমে থাকা শিশির বিন্দু যেমন দুপুরের রোদে উবে যায় এই পরিকল্পনা কিন্তু তেমন দুদিনে উবে গেলো না। আত্রেয় ফোন করে বললো নাটক নিয়ে ভাবছে, কিন্তু নাটক করার লোক কি পাওয়া যাবে? কিছুটা দ্বিধাবিভক্ত হয়েই বললাম সে হয়ে যাবে আর সামনেই তো নববর্ষ আসছে, সেখানেই নাহয় নাটকটা করা যাবে। সেই সময় এসেনে যে নাটক করা সম্ভব হবে আর সেটা সকলে যে কতটা উপভোগ করবে সেটা নিয়ে খুব বেশি নিশ্চিত ছিলাম না। যাকগে ঠিক করা হল যে আমরা রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) 'চিকিৎসা সংকট' গল্পটা নিয়ে নাটকটা করবো। যথারীতি 'বাঙালিয়ানা ইন এসেন' হোয়াটস্যাপ গ্রুপে লেখা হলো এবং শেষে সবগুলো চরিত্রের জন্য লোকও পাওয়া গেল। যদিও গল্পে অল্প বদল আনা হল সব আগ্রহীদের নাটকে জায়গা দেওয়ার জন্য। হোয়াটস্যাপ গ্রুপ খুলে সকলকে নাটকের স্ক্রিপ্ট পাঠানো হল। তারপর আমাদের স্ক্রিপ্ট রিডিং দিয়ে প্রথম ভার্চুয়াল রিহার্সাল শুরু হল। প্রথম সামনে সামনি রিহার্সাল হলো এসেনের হাউমানপ্লাতজ্ (Haumaanplatz) এর পার্কে। এরপর থেকে মোটামুটি আমাদের পরের সব নাটকের রিহার্সাল ওই হাউমানপ্লাতজ্ এর পার্কেই হয়। তাছাড়া weather খারাপ থাকলে (যেটা অনেকটা সময়েই থাকে) আমরা আমাদের মধ্যেই এর ওর বাড়িতে মিলিয়ে মিশিয়ে রিহার্সাল করি। এখন এই পার্কটা আমাদের ইডেন গার্ডেন্স, ওখানে আমরা জমিয়ে নেট প্রাকটিস করি আর মোটামুটি সব গুলো ম্যাচেই ঠিকঠাক ভাবেই উৎরে যাই। প্রথম নাটকের রিহার্সাল জমিয়ে চলছে, সঙ্গে রোজই কেউ না কেউ চা, মুড়ি মাখা, চপ আরো অনেক মুখরোচক খাবার সঙ্গে নিয়ে আসছে। জমিয়ে রিহার্সাল আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। আমরা মোটামুটি রেডি আর দুরুদুরু বুকে নবর্ষের দিন আমরা হলোস্ট্রাসে এর হলের টয়লেটের সামনে মেকআপ করছি। নববর্ষের দুপুরের মেনুতে মটন ছিল, জমিয়ে মটন খেয়ে নাক ডেকে ঘুমোবো কি, এ জন্মের মতো ঘুম উড়ে গেছে। বুক কেন এতো ধড়ফড় করছে, মটন খেয়ে কি কলেস্টরোল বেড়ে গেলো, নাকি নাটকের এনাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে বলে? জানিনা কেন চোখের সামনে সব আবছা হয়ে আসছে, শরীর হালকা হয়ে আসছে। নাটক ব্যাপারটা দর্শক যে কতটা নেবে সেটা নিয়ে তখনও নিশ্চিত ছিলাম না তার ওপর মনে হচ্ছে স্টেজে গিয়ে না অজ্ঞান হয়ে যাই। সকলে একে অপরকে সান্তনা দিতে থাকলাম। এখানে তো সকলেই নিজেদের লোক, ছড়ালে ছড়াবো, কিন্তু মাথায় হেমলক সোসাইটির সেই ডায়ালগ ঘুরছে 'মরলে মর, কিন্তু ছড়িয় না'। তারপর নাটকের শেষে দর্শকের হাততালি, উত্তেজনা এখনো মনে করলে গায়ে কাঁটা দেয় ,মুহূর্তগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। সব থেকে বেশি আমাদের উৎসাহিত করেছিল বাচ্চাগুলো নাটকের পর নাটকের ডায়ালগ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে আর হলের সামনের লনে খেলতে খেলতে অভিনয় করছে। আবার পরদিন বাড়িতে খেলতে খেলতে ডায়লগগুলো বলে চলেছে। যথারীতি নাটকের সাকসেস পার্টি নিজেরা জমিয়ে করলাম আর ঠিক করলাম নাটকটা আমরা চালিয়ে যাবো।

এরপর এসেনে বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। 2024, ICC Essen প্রথমবার এসেনে দুর্গাপুজো করছে। বিশাল আয়োজন, উদ্দীপনা আর সঙ্গে নাটকের দলও প্রথম নাটকের অফুরন্ত শুভেচ্ছা নিয়ে দ্বিতীয় নাটকের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কোন নাটক করবো?

আত্রেয় বললো ও নিজে কিছু একটা লিখছে। তো যথা সময়ে লেখা শেষ, আর স্ক্রিপ্ট রিডিং এর দিন জানতে পারলাম নাটকের নাম, আর কে কোন চরিত্র করছে। 'সমাধান এক্সপ্রেস' নাটকের নাম। সমাধান এক্সপ্রেসের সমাধান যদিও তত সহজ ছিলোনা। অনেক চড়াই উৎরাই পার করে সমাধান এক্সপ্রেসের একটা সমাধান হলো। ঠিক করা হলো আমাদের নাটকের দলের একটা নাম দেওয়া উচিত। অনেকগুলো নামের মধ্যে ঠিক করা হলো নাম "E-সেন বংশীয়" , মানে এসেন বংশীয়। আবারো জমিয়ে রিহার্সাল, রিহার্সাল এর পর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া, আড্ডা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এর ঠান্ডায় হাউমানপ্লাতজ্ এ রিহার্সাল, আর যখন একদম ঠান্ডা আর সহ্য হচ্ছে না তখন কারো একটা বাড়িতে।

নবমীর সন্ধে দুর্গাপুজোতে প্রচুর ভিড়, হলে বসার জায়গা তেমন নেই আর, অনেকেই দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখছে। আর অনুষ্ঠানের সঞ্চালক/সঞ্চালিকা মাঝে মাঝে বলে চলেছে যে শেষ আকর্ষণ হচ্ছে নাটক। আগের নাটকের থেকে একটা বাড়তি প্রত্যশা, আবার বুক ধুকধুক করছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে যেকোনো সময় কর্পুরের মতো উবে যাবো, আর নাটকের নির্দেশক বার বার আমাদের বলে চলেছে যে চাপ নিও না, নিজেদের মতো করো ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে চাপ না নেওয়ার অভিনয় করে, ভেতরে অসম্ভব চাপ নিয়ে সকলে নাটক মঞ্চস্থ করেই ফেললাম। আবারো প্রচুর হাততালি আর অভিনন্দন। আবার জমিয়ে নাটকের সাকসেস পার্টি আর এরপর ঠিক করা হল যে সকলে নাটকটা যখন এতো উপভোগ করছে তাহলে বাচ্চাদের জন্য কিছু করা হোক।

ঠিক হলো, সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল নিয়ে কিছু করা হবে। সেই মতো আবার 'বাঙালিয়ানা ইন এসেন' হোয়াটস্যাপ গ্রুপ এ লেখা হলো এবং ইচ্ছুক বাচ্চাদের অভিবাভকদের নিয়ে হোয়াটস্যাপ গ্রূপ খুলে সব আলোচনা, রিহার্সালের সময় ও স্থান সমস্ত ঠিক করা হলো। সঞ্চালিতা , শ্রাবণী, অর্নেষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে শুরু হলো 'আবোলতাবোল ওয়ার্কশপ', জার্মানীর শীতকাল, তো এর ওর বাড়িতেই চলতে থাকলো ওয়ার্কশপ গুলো। বাচ্চাগুলো বাংলা কবিতা নিয়ে জার্মানীতে এমন সময় কাটাবে, শিখবে সেটা অনেকেই ভাবিনি সেভাবে। পরের অনুষ্ঠান ICC Essen আয়োজনে সরস্বতী পুজো,সেখানে বাচ্চারা আবোলতাবোল পারফর্ম করলো আর বাচ্চাদের এবং পুরো বাঙালি কমিউনিটির উৎসাহ দেখে ঠিক করা হলো পরের অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের দিয়ে নাটক করানো হোক। এরপর ছোটোদের জন্য নাটক লেখা হল 'অমুকপুরের রূপকথা'। এবার বাচ্চাদের শুধু নাটকের স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করা আর অভিনয় করাই নয়, সঙ্গে নাটকে বাচ্চাদের নাচও আছে বড়দের গানের সাথে। 'অমুকপুরের রূপকথা' মঞ্চস্থ হবে ICC Essen আয়োজিত নববর্ষে। এই নাটকের গানে গলা মেলালো এই বাচ্চাদের মায়েরাই। আর নাচ শেখানোর গুরু দায়িত্ব তুলে নিল ইন্দ্রাণী। জার্মানীর শীতকালের সব থেকে বাজে সময় ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে রিহার্সাল বিভিন্ন লোকের বাড়িতে হতে লাগলো। এতো শীতে সকলের আন্তরিকতার উষ্ণতায় বেশ আরামেই রিহার্সাল চললো। অমুকপুরের রূপকথার মঞ্চায়ন বাচ্চাগুলো কি সুন্দর সহজ ভাবে করলো, কোনো জড়তা নেই , যদি আমরাও এতো সহজে করতে পারতাম! সেই রূপকথার আবেশে আমরা বেশ কিছু দিন ছিলাম নাটকের মঞ্চায়নের পর, আর ঠিক করেছিলাম পরের অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের আবার এমন রূপকথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। নাটকের সাকসেস পার্টি জমিয়ে করা হলো আর নাটকের সাকসেস পার্টিতে আত্রেয় পরের বড়দের নাটকের জন্য দুটো গল্পের আইডিয়া শোনালো। তারপর মাঝে আর কোনো অনুষ্ঠান নেই, তাই লম্বা বিরতি.....

বেশ ভালোই সময় কাটছিল আর মাঝে মাঝে আত্রেয় জানান দিচ্ছিলো যে নাটক লেখাটা চলছে। আমরা তো চাইছি যত দেরি হয় ততই ভালো, আবার সেই নাটকের স্ক্রিপ্ট মুখস্ত করতে বসতে হবে। কিন্তু আমাদের সেই সুখ আর বেশিদিন সইলনা কারণ একদিন জানানো হল যে নাটক লেখা শেষ এবং স্ক্রিপ্ট রিডিংয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেলো। আমাদের প্রথম নাটকের পর থেকে স্কিপ্ট রিডিংও বেশ একটা জমকালো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যেমন দুর্গা পুজোর আগে খুঁটি পুজোতে ছোট্ট করে প্রায় একটা দূর্গা পুজোয় হয়ে যায়, ব্যাপারটা অনেকটা তেমনই। জানাগেলো আমাদের পরের নাটক, মানে ICC Essen আয়োজিত দ্বিতীয় দুর্গা পুজোর বড়দের নাটকের নাম আর গল্প। নাটকের নাম 'পাঁচমিশালি' আর গল্প? ....থাক সে নাহয় সকলে পুজোতেই জানতে পারবেন। এর সাথে সমান্তরালে আর একটা আলোচনা চলছিল পুজোতে বাচ্চাদের নাটক নিয়ে। অনেকে অনেক প্রস্তাব দিলো আর শেষে ঠিক হলো এবার পুজোতে বাচ্চারা সুকুমার রায়ের 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকটি করবে। এই নাটকের দায়িত্ব তুলে নিল সঞ্চালিতা। আর ওর সঙ্গে নাচের জন্য ইন্দ্রানী, আর গানের দিকটাই সাহায্য করার জন্য থাকল অর্নেষা। এভাবেই ইন্দ্রাণী, অর্নেষা, রুমেলিরা বিভিন্নরকম ভাবে বারবার এগিয়ে এসেছে আমাদের নাটকের দলের স্বার্থে। অভিনয়ে, গানে, নাচে কিংবা নিজের বাড়ি রিহার্সাল বা workshop এর জন্য দিয়ে বহুভাবে সাহায্য করে গেছে। এর পাশাপাশি বৈশাখী, সুপ্রকাশ, সঞ্চলিতা, অভিক, অয়ন, তমাল, প্রান্ত, অনিন্দ্য, অরিন্দম , চয়নিকা, রেয়া এদের উদ্যমে আর খুদেগুলো তিতলি, অর্নেশ , সানভী , আহেলী, আইরিন ,পুপু (আহেরি), ঝুনু , পুপু (রিয়াংশি),তোজো , কিয়ান , অমু , মানি এদের উৎসাহে প্রায় একটা পেশাদার দলে পরিণত হয়েছে আমাদের E-সেন বংশীয়।

এবারের এই 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকে যেহেতু অনেকগুলো চরিত্রের দরকার তাই আবার আমাদের বাঙালিয়ানা ইন এসেন হোয়াটস্যাপ গ্রুপ এ যোগাযোগ করা হলো আর তাতে অনেকেই উৎসাহ দেখাতে আমরা মোটামুটি সবগুলো চরিত্রই পেয়ে গেলাম।

এই নাটকে অনেকগুলো নাচ, গান আর সঙ্গে স্ক্রিপ্ট মুখস্ত তো আছেই। কাজটা বেশ শক্ত। কিন্তু E-সেন বংশীয় তো আর শক্ত কাজে ভয় পায় না! তাই সবাই কোমর বেঁধে নেমে পড়লো আর আবার এসেনের হাউমানপ্লাতজ্-এ শুরু হয়ে গেলো নাটকের মহড়া। বাচ্চারা নাটকের রিহার্সাল করছে তবে সেখানে শুধু অভিনয়ই আর স্ক্রিপ্ট বলাই নয় - সঙ্গে রয়েছে নাচ। আবার মায়েরাও নাটকের গানের রিহার্সাল করছে এর পাশাপাশি। এর পাশেই আবার বড়দের নাটকের রিহার্সাল, তার পাশে সময় পেলে মহিলারদের একটা বড় দল আগমনীর গানের রিহার্সাল করছে। সঙ্গে ছোট করে মহিলাদের নাচের রিহার্সাল আর মহিলাদের ফ্যাশন শোয়ের প্রাকটিস। পুজো আসছে, দেশে থাকতে পারি না আমরা পুজোতে, কিন্তু বাঙালির পুজো তো বছরে একবারই আসে। সেজন্য পুজোর সব আনন্দ শুরু থেকে শেষ অবধি চেটেপুটে খেতে তো হবেই!

এখন রোজ শুক্রবার আর রোববার আমাদের বকুলতলা (হাউমান প্লাজ) এ মেলা বসে। দুটো নাটকের রিহার্সাল এর মেলা আর সঙ্গে আরো অনেক দোকান সারি সারি থাকে : বাচ্চাদের নাটকের গান এর প্রাকটিস , বাচ্চাদের নাচের প্রাকটিস , আগমনীর গানের প্রাকটিস , মহিলাদের নাচ আর ফ্যাশন শো এর প্রাকটিস ...... আর সঙ্গে কেউ না কেউ বাড়ি থেকে কিছু না কিছু বানিয়ে আনছেই (চা, মশলা মুড়ি, চপ আরো অনেক কিছু), ...এসব মেলাতে কিন্তু কিনে খেতে হয় না, গেলেই পাওয়া যায়।

এবার E-সেন বংশীয়র বড়দের নাটক 'পাঁচমিশালি' র মতো আমাদের সকলের মধ্যেই, সকলের জীবনেই, সকল কাজেই পাঁচমিশালি ঘটনা থাকে। E-সেন বংশীয়র নাটকের ব্যাকগ্রউন্ডে অনেক কাজ থাকে। সেগুলো করতে গিয়ে মান অভিমান, ভালো লাগা, মন্দ লাগা এসব থাকে। সে তো একটু থাকবেই। কোন কাজেই আর এসব থাকে না? কিন্তু E-সেন বংশীয়র আজ এতবড় দল, বাচ্চারা বড়রা মিলিয়ে কেউ প্রত্যক্ষ ভাবে আর কেউ পরোক্ষ ভাবে যুক্ত, সেখানে সময়ের সাথে সাথে সব মিশে যাবে, মিলিয়ে যাবে সব মান অভিমান। যেতেই হবে, সেটাই তো জগতের রীতি। পাঁচমেশালি তরকারিতে যেমন সব মশলা আর সবজি সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে সকলে একসাথে মিলেমিশে তবেই এক দারুন স্বাদের পদ তৈরী করে, তেমন সকলকে নিয়েই E-সেন বংশীয়র আগামী দিনগুলি হৈ হৈ করে আরো অনেক নাটক আর নাটক ছাড়াও হয়তো নতুন কিছু কাজ করতে করতে এগিয়ে যাবে, যেতেই হবে।

আমার ঠিক জানা নেই জার্মানি বা ইউরোপে আর কতগুলো নাটকের দল আছে যারা নিয়ম করে নাটকটা নিয়ে ভাবে , আর মঞ্চস্থ করে। এবার শুনছি বেশ কিছু নাটক, নৃত্যনাট্য হচ্ছে অন্য কিছু পুজোতে । সকলকে E-সেন বংশীয়র পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা, আমরা সকলে মিলে বাঙালি হওয়া উপভোগ করি আর পরবর্তী প্রজন্মকে যতটা পারি পরিচিতি দিই। অনেকের সাহায্য আর সহযোগিতা ছাড়া বিদেশে এমন নাটক করা খুব কঠিন। ধন্যবাদ ICC Essen e.V সব সময় সহযোগিতা করার জন্য, অনিমেষ আমাদের নাটকে মঞ্চ সজ্জা করার জন্য, অমর্ত্য নাটকের মিউসিক গুলো arrange করার জন্য। আরো অনেকে আছে আলাদা আলাদা করে নাম নিতে গেলে এ লেখা মনে হয় পাতার পর পাতা জুড়ে চলবে। তারা সকলেই জানে আমরা তাদের ছাড়া অচল আর তারা তাদের নাম নেওয়া আর না নেওয়া কে তেমন গুরুত্বও দেয় না।

এভাবেই হৈ হৈ করে চলতে থাকুক E-সেন বংশিয়র আগামী দিন। সকলের আমন্ত্রল রইলো এবারের ICC Essen এর দ্বিতীয় দুর্গা পুজোতে। আমাদের বাচ্চাদের নাটক 'লক্ষণের শক্তিশেল' মঞ্চস্থ হবে 28th September সন্ধেবেলা আর বড়দের নাটক 'পাঁচমিশালি' 30th September সন্ধেবেলা।

E-সেন বংশীয়র পক্ষ থেকে সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। পুজো সকলের খুব ভালো কাটুক।

Exquisite artwork *by Avipsha Dey*

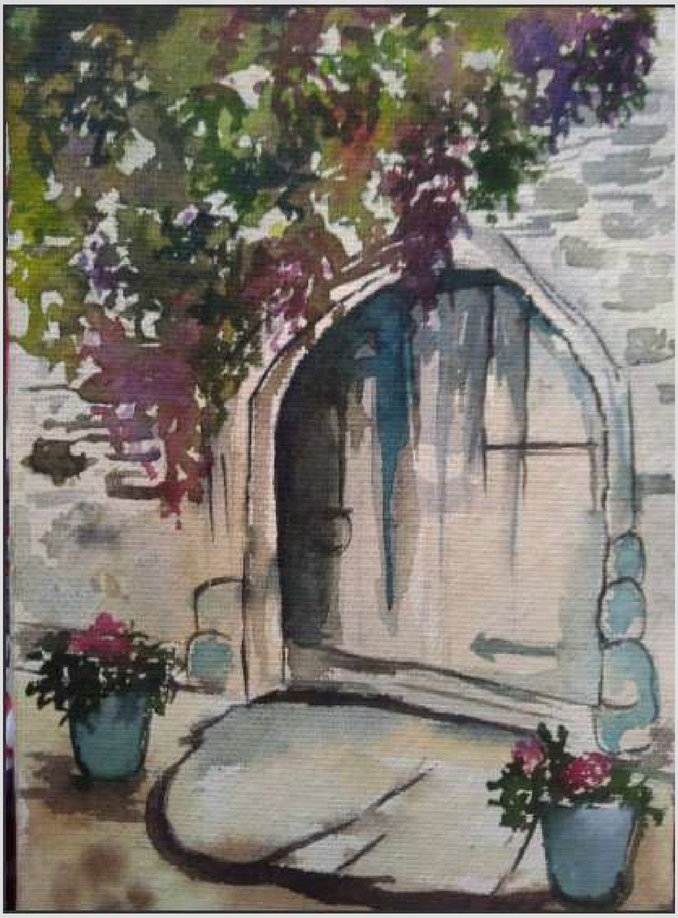

Moments of Devotion in Frames *by Ayan Mitra*

Kumartuli has always held a special place in every Bengali's heart. I still remember walking through its narrow, clay-scented lanes back in 2016, where artisans patiently shaped divinity with their hands. From the unfinished clay forms to the moment Ma's eyes were painted — each stage felt like witnessing magic. The idols weren't just figures of clay, they were living symbols of hope, strength, and homecoming.

Now, years later and far from Bengal, these memories feel even more precious. During Durga Puja, I find myself longing for the familiar sounds of dhaak echoing through the streets, the fragrance of shiuli flowers at dawn, the joy of pandal-hopping, and the warmth of family gatherings. Durga Puja is not just a festival; it is an emotion, a reminder of who we are and where we belong.

Even though I may be miles away, a part of me still wanders through Kumortuli, waiting for that first glimpse of Ma, feeling the same excitement of her arrival.

"শুরুর নতুন পাতা"

নবপত্রিকাতে হইবে এইবার
নবযুগের সূচনা।
এসেনের বক্ষমাঝে আলোর শিখা জ্বালিয়া
সর্বধর্ম ভেদাভেদ ভুলিয়া জাগিবে নবচেতনা ॥
প্রকৃতিকে সাথে লইয়া হউক
সঙ্গীত ও শক্তির এক অপূর্ব স্বপ্নভরা উৎসব!
বন্ধনহীন হোক আমাদের সেই সাধনা
চিনবে বিশ্ব এই বাঙালীদের লোক সংস্কৃতির বিপ্লব ॥
প্রেমের পরাগে রাগে অনুরাগে প্রতিবাদ ভুলে,
রুদ্ধ প্রাণের ধারা নাচিছে মুক্ত গগন তলে।
নবযুগ আসিতেছে এইবারে ভুলাইবে ভেদ আনিবে নবযৌবন,
মহাকালের আবর্তনের সাথে হউক মৈত্রীর মেলবন্ধন!
রাগ, রাগিনী ও বাদ্য সহযোগে হইবে দেবীর বোধন!
আসিবে প্রেমঝড়ও রামধনু রঙা শাড়িতে হইবে হৃদয় হরণ ॥
বিচ্ছুরিত সৌদামিনী নিশি আঁধারে
এলোমেলো সমীরণে উড়িয়া যাইবে মন।
অনুভবে ও অনুভূতিতে কল্পনার ওই ভেলায় চড়িয়া,
ঘন নীল গগনে উড়িবে শ্বেত প্রেম পাখি করিতে জীবনপণ ॥
আসিবে উৎসব, আসিবে বিসর্জন
চলিয়া যাওয়া সর্বশেষ নয়!
তরঙ্গ মিলায়ে উঠিবে তরঙ্গ,
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি হৃদয়ে গড়িবে সমুদয় ॥

রামধনু
৯ই ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
(23 August 2025)

From Hogwarts to the Football Field

Aarit Chakraborty , 11 years

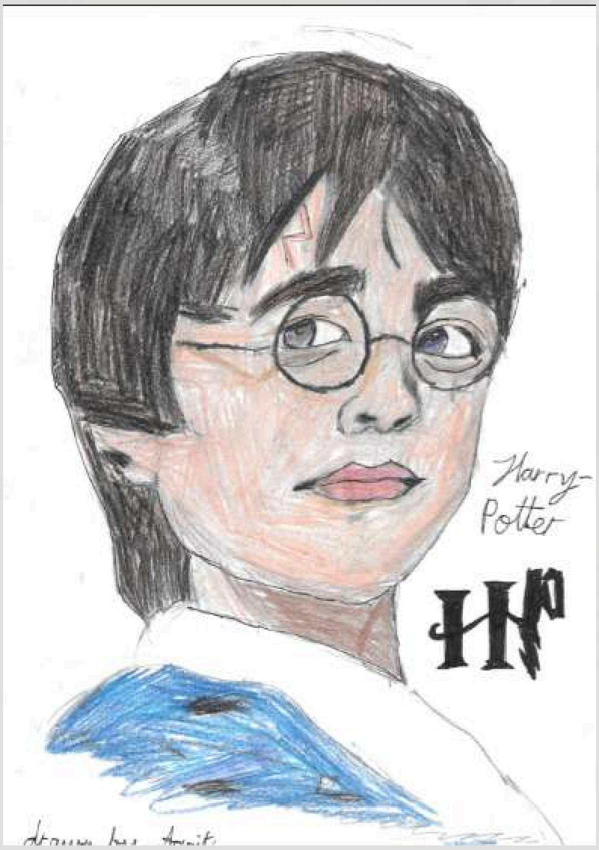

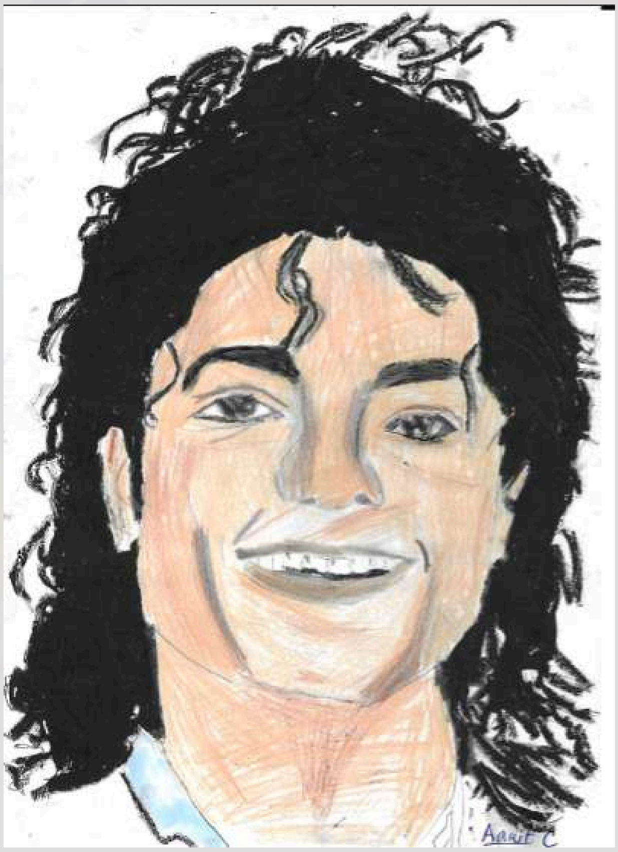

From Nets to Handprints: Kids' Art Corner

Rihaan Ganguly, 8 years

Auro Chakraborty, 3 years

Whispers of Fragrance *by Shaeri Ganguly*

Fragrance drifts—
the sky holds clouds, soft as cotton,
kaash flowers bloom,
pandals rise like dreams,
countdown begins—
and suddenly,
Birendra Krishna Bhadra's voice breaks the dawn,
a hymn, an invocation,
the Goddess approaches—
Mahalaya has arrived.
Durga Puja—
every year it returns,
yet every time it feels new,
a rhythm within the heart,
a festival woven into memory,
a breath of home.
This year—
for the first time, far from home,
I feel the emptiness—
no dhak beating at twilight,
no swirling smoke of dhunuchi dance,
no chants rising with the evening aarti,
no sacred taste of bhog.
And yet—
here, in distant Essen,
I discover—
even across oceans,
the pulse of Bengal beats within me.
In the quiet, I taste the same spirit,
in the longing, I feel the same fire.
For we few Bengalis here—
tired yet tireless,
hands busy with cooking,
with decorating, arranging, creating—
with laughter on our lips,
and tears shining in our eyes,
we still brought Her home,
our Ma,
with all the love we had to give.
Perhaps—
without this distance,
I would never know
how deeply the festival lives—
not just in the streets of home,
not only in the rhythm of the dhak,
but in every heart that longs for Her,
in the heart that carries it,
Wherever we go,
She follows—
our Mother,
our home,
our Durga.

||বিরাম|| *by Antara Majumdar*

নতুন দেশ নতুন আশা,
নানান মানুষ নানান ভাষা।
ফেলে আসা অনেক কিছু;
সর্বক্ষণ করছে পিছু!
প্রশ্ন ঘোরে মনের মাঝে
কোথাও একটু বিরাম আছে?

জীবন আসলে বিরামহীন, নিরন্তর গতিশীল।
বিরাম তবে অর্থহীন? জীবন যাত্রা অন্তহীন?
শুরু থেকে হয় শেষ, আবার শেষ থেকেই শুরু;
পথ চলাতে নেই তো বিরাম, পথের শেষ আর বিরাম শুরু!

Arnesh Dey, 10 years

Sacred Strokes: A Tribute to Goddess Durga

Kiyan Mukherjee, 7 years

Ahiri Sarkar, 7 years

Memories *by Priyanka Ghosh Das*

When I was a little girl...
I stayed in an old house by the windmill
I would wonder with all my might
What lies outside the wall, across the window sil
Far away into the woods, away from my sight
I could see dancing nymphs...across the blue
stream,
I often think was it my dream?
The gentle wind would often brush my face
And whisper magic spells from the woods
Sweet fragrance from the blooms that grew outside
the window sil...
I could see the muddy path into the woods
And why can't I go there.. Silently I would brood...
The song of the cricket at the night...
Will keep awake till 'twas light.!!
The ripples and the hustles...
the smell of the old wood...
The hay and the barn...against the small turn
I knew my house...small and still..
With few greys in my hair yet...
Now I know what it was...
All of my dreams that I painted once
They live through me...
No one can see where they dwell...
Inside my mind.... Across the window sil

অলীক কল্পনায়

by Ratna Ghosh

ও আমার সুরের রসিক নেয়ে--
আকাশ ছাওয়া কালো মেঘের দল,
যখন বৃষ্টি হয়ে নামবে,
আকাশের কালো দেওয়াল বেয়ে,
তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি ভেজার নেশায়,
যদি দু'জনে যাই বেড়িয়ে;
আর খানিক পরে, বৃষ্টি ভেজা গায়ে,
একটু মাথা ঢাকতে যদি দৌড় লাগাই ,
বৃষ্টি ভেজা পথে?
আর আমার পা টাল সামলাতে,
যদি,যদি,যদি পড়ে হোঁচট খেয়ে?
তুমি কি ধরবে আমার হাত তোমার মুষঠি তে?
নেবে কি আমায় টেনে
তোমার বুকের পরম আশ্রয়ে???

Brushstrokes of Devotion: Goddess Durga Reimagined

Anwita Patra

The Girl Who Chose the Sky

by Sanchalita Bandyopadhyay

In a small town's gentle light,
she grew with love, her heart held tight.
A grandpa's cycle, the wind's soft song,
a bond of roots, both deep and strong.

The world had plans - doctor, engineer,
but her own voice rang loud and clear.
She chose the earth, the stars above,
a map of dreams, a life to love.

She crossed the seas with trembling feet,
where new and strange and unknown meet.
Through loss and guilt, through nights that burned,
she rose again, the lessons learned.

She works, she leads, the world complies,
yet still her heart seeks endless skies.
For she's not bound by what they say—
she chose her sky, and found her way."

Divine Strength on Canvas

by Aarushi Dey

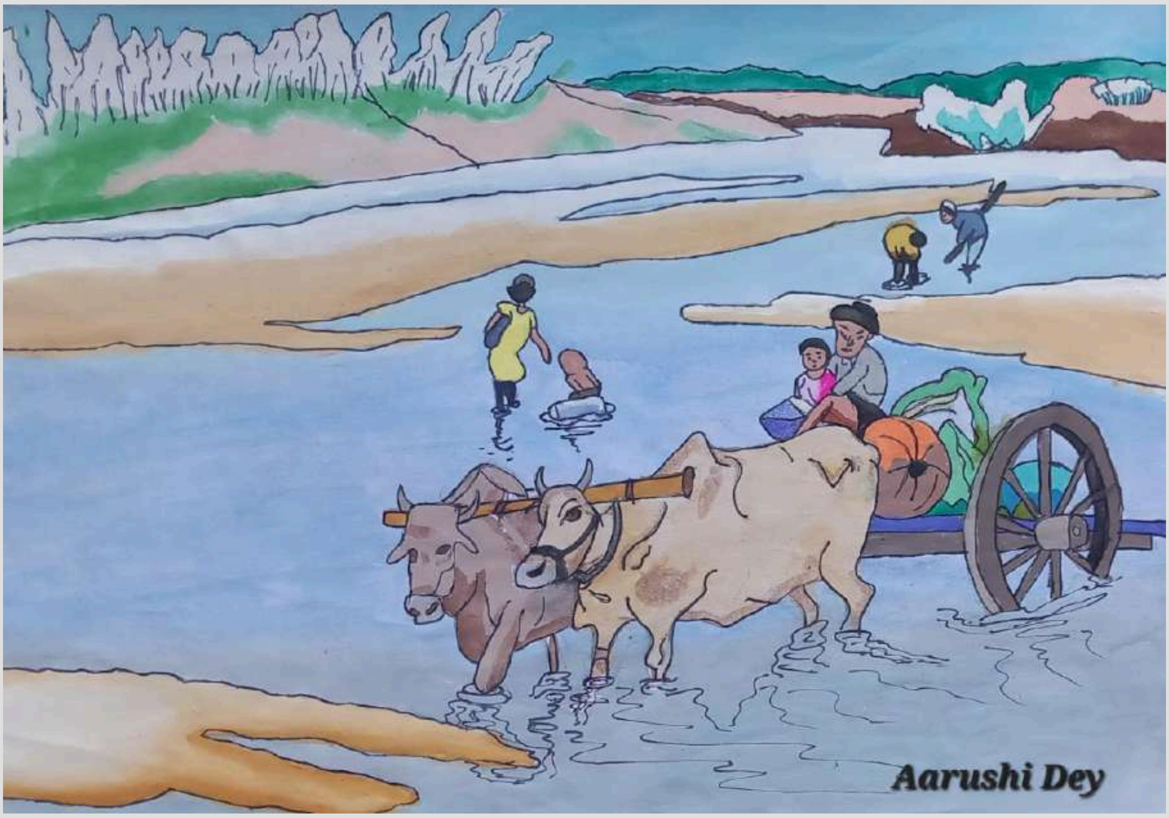

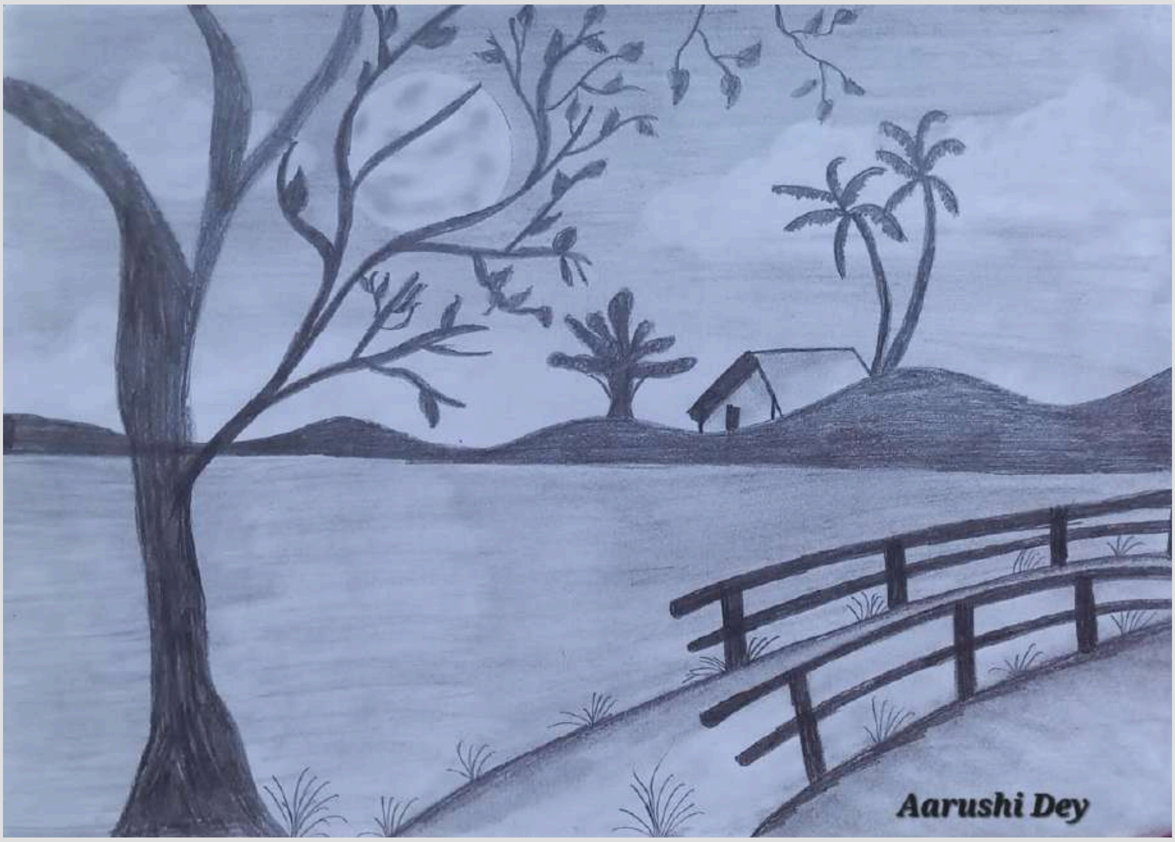

Photography *by Sonam Samajpathy*

Model : Brojonath Banerjee

বৃহন্নলা *by Mouu Chatterjee*

হ্যাঁ আমি বৃহন্নলা।
মায়ের কোল থেকে, যাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কঠিন রাস্তায়!
আমার জন্মের পর, বাজেনি কোনো শাঁখ, দেয়নি কেউ উলু ধনি।
সবার মুখে নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া।
সকলের ঘেন্নার পাত্র হয়েছিলাম আমি।
পাইনি কোনো পিতৃ পরিচয়, মাতৃ স্নেহ!
কারণ........আমি বৃহন্নলা!

হ্যাঁ আমি বৃহন্নলা।
আমার নেই কোনো সামাজিক অধিকার!
খাতা, পেন্সিল, স্কুল ব্যাগ ছিল অলীক স্বপ্ন।
তার বদলে জুটেছে লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা, উপহাস, অপমান।
আমার কি ইচ্ছে হয়নি, বাবার কাঁধে চড়ে মেলা দেখার?
ঝড় জলের রাতে, মায়ের কোলের ওমের সুরক্ষার?
ভাই-বোনের সঙ্গে আনন্দ করে বেড়ে ওঠার?
কতো সম্পর্ক গড়ে, কতো সম্পর্ক ভাঙ্গে.........
তার মাঝে ই........আমি বৃহন্নলা।

হ্যাঁ, আমি বৃহন্নলা।
গেরস্থ বাড়িতে নতুন অতিথি এলে, আমায় ডাকা হয়।
কিন্তু দেওয়া হয় না সেই গেরস্থের অন্দর মহলে প্রবেশের অধিকার।
যে শিশু কে মা বাবা স্নেহাশিষ থেকে বঞ্চিত করেছে..
সেই বৃহণ্ণলারাই অন্য শিশুর মঙ্গল কামনায় নাচ গান করে।
কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, কি জানি কবে,
শিশু থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে,
তার থেকে যুবা হয়ে বেড়ে উঠলাম।
কতো বসন্ত পার হয়ে গেল, আমার কষ্ট, হতাশা, যন্ত্রণা গুলো, গুমরে মরে মনের মধ্যেই।
এই অন্তহীন অজ্ঞাত বাস এর কোনো শেষ নেই।
কাকে বলব? কে শুনবে?
হা ঈশ্বর! আমি যে বৃহন্নলা!

হ্যাঁ আমি বৃহন্নলা!
আমার প্রশ্ন এই জগত সংসার এর কাছে.........
কেন আমি একটা স্বাভাবিক জীবন পাব না?
কেন আমি বাঁচতে পারবো না নিজের মতোন করে?
কেন আমি হতে পারবো না কারুর সন্তান, কাকা, দাদা, মাসি বা পিসি?
আমার স্নেহ মমতার প্রকাশ কেন আমি করতে পারবো না?
ভিক্ষা করে, দেহ ব্যবসা করে, কেন আমায় জীবন ধারণ করতে হবে?
কেন? কারণ আমি বৃহন্নলা?

হ্যাঁ আমি বৃহন্নলা।
বিধাতা আমায় এই ভাবেই তৈরি করেছেন।
আমি স্ব মহিমায় গর্বিত।
কারণ আমি মানুষ।
আমি কোনো সম্পূর্ণ নারী বা পুরুষ না হতে পারি।
কিন্তু আমার মনুষ্যত্ব আছে।
আমার একটা বিশাল হৃদয় আছে, যেখানে, এই নোংরা, নগ্ন, স্বার্থপর, কঠিন সমাজের জন্য ক্ষমা আছে!
তাই হয়তো আমি বৃহন্নলা!

পরিশেষে, এই বৃহন্নলার কিছু প্রশ্ন তার মা এর কাছে....
তুমি যখন আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে, কোনো স্বপ্ন ই কি দেখনি মা, আমাকে নিয়ে?
গর্ভবতী হওয়ার আনন্দে, মাতৃত্বের অঙ্গীকার কি করোনি?
আমার জন্মের পর, পাওনি কি, মা হওয়ার পরম সুখ?
আমার নিষ্পাপ মুখ খানি দেখে, একবারও কি মায়া হয়নি তোমার মা?
নিজের থেকে, আমায় দূরে ফেলে দিতে গিয়ে, একবারও কি তোমার মন কাঁদেনি মা?
"ওদের" হাতে কেনো তুলে দিলে আমায়?
তোমার আঁচল টা কি খুব ছোট ছিল, আমাকে আগলে রাখার জন্য?
জানি, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পাবো না কখনো!
কারণ........আমি যে বৃহন্নলা!

A Young Visionary: Blending Myth and Mountains

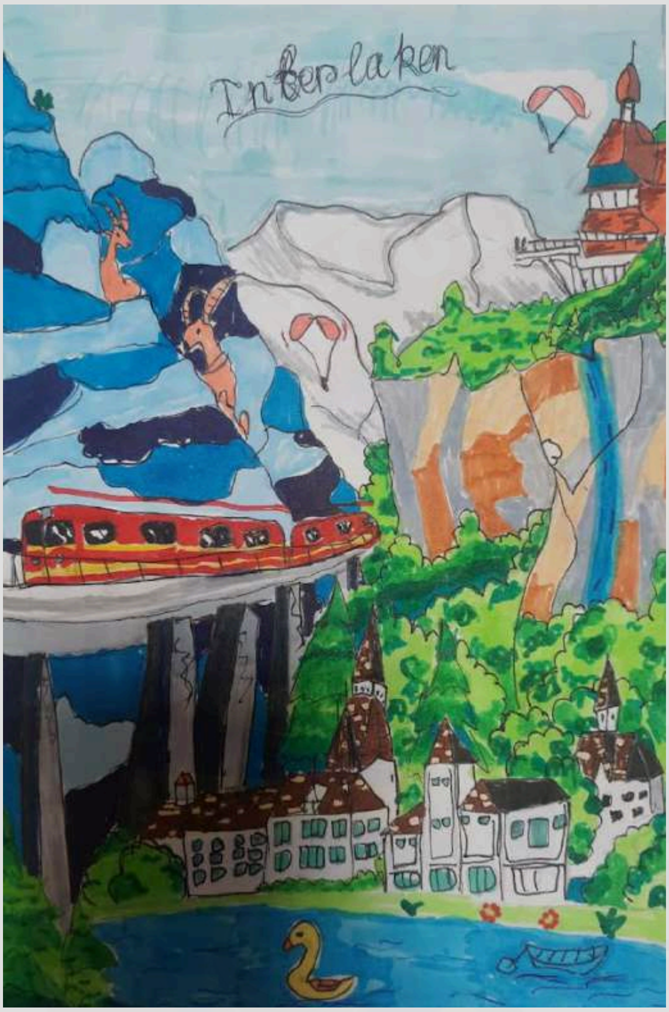

Riyanshi Das, 10 years

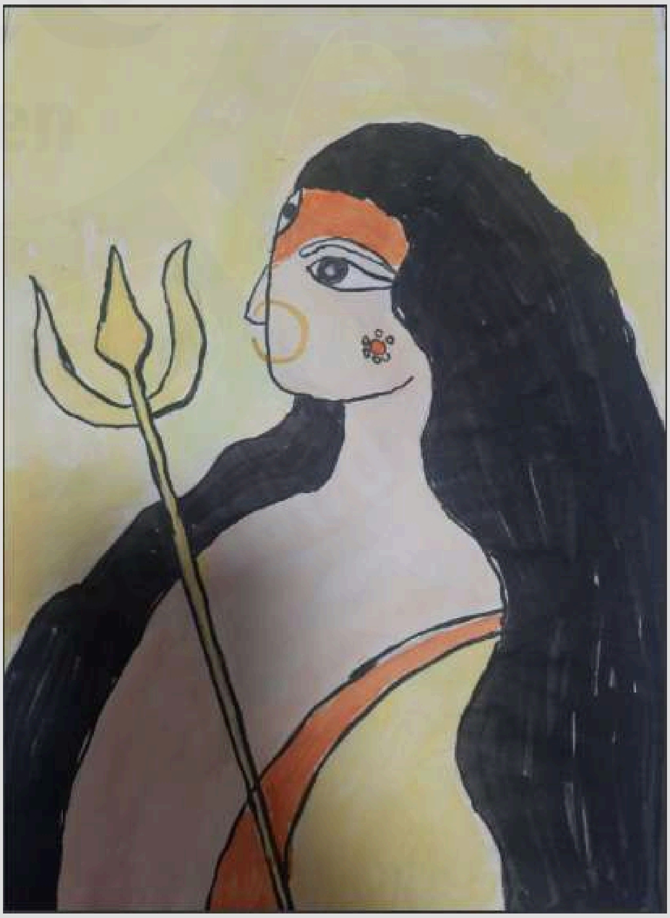

A Child's Prayer for Maa and Mother Earth

Praneel Pain, 8 years

মহালয়া *by Mouu Chatterjee*

ব্যস্ত হাওড়া স্টেশন। চারদিকে লোকজন। ট্রেন আসছে যাচ্ছে। কেউ দুর্গা পুজো উপলক্ষে বাড়ি ফিরছে, কেউ যাচ্ছে ঘুরতে। মোটামুটি জমজমাট স্টেশন চত্বর। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ মহালয়া। বিকাশ বাবুর মেয়ে আসছে খড়গপুর থেকে, তার সদ্যজাত শিশু কন্যা কে নিয়ে। ওনার ছেলে দুদিন আগে চলে গেছে তার দিদি ও 1 মাসের ভাগ্নি কে নিয়ে আসতে। ওনার জামাই মিলিটারি তে কাজ করে, তাই ছুটি পায়নি। অগত্যা ভাই কেই যেতে হয়ছে দিদি কে নিয়ে আসার জন্য। আজ দের বছর পর বিকাশ বাবুর মেয়ে বাড়ি আসছে। এখন থাকবে সে বাপের বাড়ি তে কিছুদিন। তাই বিকাশ বাবুর আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে। উনি স্টেশন এ ঢুকে 22 নম্বর প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। প্রচুর লোক। বসার কোনো জায়গা নেই। তাও উনি খুঁজতে লাগলেন, যদি কোথাও একটু সুচাগ্র জায়গা পাওয়া যায়, ওইটুকু তেই উনি বসে ওনার পা দুটি কে একটু আরাম দেবেন। বয়স বাড়ছে তো, তাই পা দুটো আস্তে আস্তে জানান দিচ্ছে যে ওদের ও বয়স বাড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে উনি দেখলেন একটা জায়গায় একজন ভদ্রলোক বসে আছেন চুপচাপ, পাশে ওনার একটা ব্যাগ রাখা আছে, আর ওই ভদ্রলোকের আসে পাশে কেউ বসে নেই। বিকাশ বাবু ঐদিকে হাঁটা দিলেন। গিয়ে ওনার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “ভাই একটু ব্যাগ টা নামিয়ে রাখবেন, তাহলে আমি বসতে পারি।” বিকাশ বাবুর এই কথায় কোনো হেলদোল হলো না ভদ্রলোকের। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে ওনার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন, ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন, ভাবলেশ হীন সেই চাউনি। বিকাশ বাবু ইশারা তে বললেন এবার যে উনি বসবেন। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে ওনার ব্যাগ নামিয়ে রেখে বসার জায়গা করে দিলেন।

খানিক খন বসে, একটু শান্ত হয়ে, ঘাম মুছে বিকাশ বাবু ঘড়ি দেখলেন। এখনো 1 ঘণ্টা বাকি ট্রেন আসার। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন সবাই যে যার নিজের কাজে ব্যাস্ত। এদিকে বিকাশ বাবু আবার কথা না বলে থাকতে পারেন না। তার উপর আবার মেয়ে বাড়ি আসার আনন্দ, সেটা নিয়ে তো একটু চর্চা করতে হবে, আনন্দ টা প্রকাশ করতে হবে! ওনার তো এক পায়ে নাচতে ইচ্ছা করছে! পাশের ভদ্রলোক সেই এক ভাবেই বসে। আলুথালু বেশ, ময়লা একটা জামা পড়ে আছেন, দৃষ্টি সামনে ওই আকাশের দিকে নিবদ্ধ। এত যে লোকজন, এত কথা, এত আওয়াজ........কিছুই যেন ওনাকে স্পর্শ করছে না। বিকাশ বাবু ঠিক করলেন ওনার সঙ্গেই কথা বলে সময় টা কাটাবেন।

একটু নড়েচড়ে বসে, গলা খাঁকারি দিয়ে উনি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন.......

বিকাশ বাবু:- “দাদা কি কোথাও যাচ্ছেন নাকি।”

ভদ্রলোক:- “না কোথাও যাচ্ছি না।”

বিকাশ বাবু:- “তাহলে স্টেশনে? কেউ আসবে নাকি?”

ভদ্রলোক:- “হ্যাঁ। আসবে।”

বিকাশ বাবু:- “বিশেষ কেউ?”

ভদ্রলোক:- “হ্যাঁ।”

বিকাশ বাবু:- “আমার মেয়ে আসছে আজ, আমার 1 মাসের নাতনি কে নিয়ে। আমার ছেলে গেছে দু দিন আগে ওর দিদি কে আনতে। ওর সঙ্গেই আসছে। আমার জামাই তো মিলিটারি তে আছে। তাই সে ছুটি পায় নি। ভাই এর সঙ্গেই আসছে আমার মেয়ে।”

এই কথা টা শুনে ভদ্রলোক বিকাশ বাবুর দিকে তাকালেন। ওনার মুখ চোখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সেই ঔজল্য ক্ষণিক থেকেই আবার মিলিয়ে গেলো। আবার তিনি ভাবলেশহীন। আকাশ দেখছেন।

বিকাশ বাবু:- আজ দের বছর পর, এই মহালয়ার দিন আমার মেয়ে ঘরে আসছে। আজ মা ও আসছে আর আমার রুনু মা ও আসছে। এখন ওকে যেতে দেবো না। আমার গিন্নি, বুঝলেন কিনা, সকাল থেকে কাজে লেগে পড়েছে। রান্না বান্না, ঘর ঠিক করা, নাতনির জন্য শোয়ার জায়গা করা.......সব এক হাতে চালিয়ে যাচ্ছে। এই দেখুন, আমাকে সেই কখন বাড়ি থেকে বের করে দিলো। কি মুশকিল বলুন দেখি!” ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না। চুপচাপ শুনে গেলেন বিকাশ বাবুর কথা। ঠোঁটের কোণে জোর করে এক চিলতে হাসি যেনো ঝিলিক দিয়েই উবে গেল। বেশ কিছুক্ষণ বিকাশ বাবু কোনো কথা বললেন না। একবার উঠে দাঁড়িয়ে কোমর টা কে একটু সোজা করে নিয়ে আবার বসে পড়লেন। ভদ্রলোক অনড়। কোনো নড়াচড়া নেই। যেনো একটা পাথর এর মূর্তি বসে আছে। বিকাশ বাবু এবার জিজ্ঞেস করেই ফেললেন.....

বিকাশ বাবু:- "আপনি বললেন না তো কে আসছে? আপনার কোনো আত্মীয়?"
ভদ্রলোক:- খানিকক্ষণ বিকাশ বাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে, ম্লান হেসে বললেন, " আমার ও আজ মেয়ে আসছে, আমার 4 বছর এর নাতনি কে নিয়ে। ওর দাদা ওকে টাটা থেকে আনতে গেছে। আমার ছেলের সঙ্গেই আসছে সে। এই ট্রেন এই আসবে। আমার স্ত্রী ও আজ সকাল থেকে কাজে লেগেই আছে।"
বিকাশ বাবু:- "আরে মশাই! আপনার ও মেয়ে আসছে! এ তো খুশির খবর! তবে আপনি এমন চুপচাপ মনমরা হয়ে বসে আছেন কেনো? একটা কথা বলবো আপনাকে, কিছু মনে করবেন না, আপনি মশাই বড়ই বেরসিক। আজ মহালয়ার দিন মেয়ে আসছে, সেই খবর টা এইভাবে কেউ দেয়!"

কথা বার্তা যখন এই পর্যায়ে, তখন ওনাদের কাঙ্ক্ষিত "ট্রেন" টি আসার খবর ঘোষণা হলো স্টেশনে। ওরা দুজনই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। অবশেষে ট্রেন স্টেশন এ থামলো। ট্রেন থেকে বিকাশ বাবুর ছেলে নামলো প্রথমে তার ছোট্ট ভাগ্নি কে কোলে নিয়ে, তার পরে নামলো ওনার মেয়ে। বিকাশ বাবু ওনার মেয়ের দিকে ছুটে গেলেন। আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। কত দিন পর তিনি মেয়ে কে দেখছেন! অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছে, অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু উনি কথা হারিয়ে ফেলছেন আনন্দে। আনন্দের জোয়ারে বুঝি ওনার চোখ দুটি ভিজেই উঠলো। "চল মা, বাড়ি চল। তোর মা সেই ভোর থেকে তোর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে।" বিকাশ বাবু মেয়ের পীঠে হাত দিয়ে তাকে ধরে ধরে হাঁটতে লাগলেন। বাবা, মেয়ে আর ছেলে টুক তাক কথা বলতে বলতে হাঁটছে। ওনার ছেলে বলছে, " জানো বাবা, আমাদের পুচকি খুব দুষ্টু। এমনি শুয়ে থাকবে, কিন্তু যেই তুমি ওর কাছে যাবে অমনি কেঁদে উঠবে। মানে তখন ওকে কোলে নিতে হবে!"
বিকাশ বাবু তাঁর নাতনির দিকে তাকিয়ে, "তাই? তাই বুঝি গো দিদিভাই? তুমি এমন করো বুঝি? কোনো চিন্তা নেই। এখন থেকে আমি ই তোমায় কোলে নিয়েই থাকবো। কাউকে দরকার নেই!" এইসব বাৎসল্য ভরা কথা বার্তা বলতে বলতে ওর এগিয়ে চলল স্টেশন এর গেট এর দিকে।

স্টেশন এর একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ওরা, এবার বাম দিকে ঘুরবে পুরোনো হাওড়া স্টেশন এ যাওয়ার জন্য, হঠাৎ বিকাশ বাবুর খেয়াল হলো, "আরে! ওই ভদ্রলোক এর সঙ্গে তো কথা হলো না আসার সময়। ওনার মেয়ে নাতনি কেও তো দেখা হলো না। খুব ভুল হয়ে গেছে।" এইটা ভেবেই উনি দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন দিকে ঘুরে ওনাকে খুঁজতে লাগলেন। লোকের ভিড়, সবাই হাঁটছে, এর ওর গায়ে ঠেলা লাগছে, কিন্তু বিকাশ বাবু সেই ভদ্রলোক টি কে খুঁজে যাচ্ছেন। খানিকক্ষণ পর ওনাকে দেখতে পেলেন। ভীরের মধ্যে উনি হেঁটে আসছেন, সেই একইরকম ভাবলেশহীন চোখ, সামনে তাকিয়ে। চোখে কোনো ভাষা নেই। বিকাশ বাবু ওনার ছেলে আর মেয়ে কে এক পাশে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোকটির দিকে।
"আরে দাদা, আপনার সঙ্গে তো কথা বলাই হলো না আসার আগে। মেয়ে কে দেখে ওকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তা, আপনার মেয়ে কই? এক মা আমার সঙ্গে আছে, আর এক মা কে দেখি। কই সে কই? আসেনি নাকি?"

বিকাশ বাবু ওই ভদ্রলোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বিকাশবাবু দেখলেন ওনার হাতে একটা হাঁড়ি, মুখটায় লাল কাপড় দিয়ে বাঁধা। ভদ্রলোক হাতের হাঁড়ি টি তুলে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "এই যে আমার মেয়ে। আজ 4 বছর পর এলো আমার কাছে। 4 বছর ধরে ক্যান্সার এর সঙ্গে লড়াই করে আজ সে বড়ই ক্লান্ত। তাই এলো আমার কাছে একটু শান্তি পাওয়ার জন্য! তোকে আর যেতে দেবো না মা। এবার তুই আমার কাছেই থাকবি........আর যেতে দেবো না!" কথা গুলো বলতে বলতে মানুষ টা, ভষ্ম র হাঁড়ি টা পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে কেঁদে ফেললেন। বিকাশ বাবু বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। ওদের পাশ দিয়ে মানুষ এর ভিড় চলে যাচ্ছে। কত কথা, কত কোলাহল। মুখোমুখি দু জন বাবা দাঁড়িয়ে, দুজেনের সামনে এক সমুদ্র সমান স্তব্ধতা। এক জন বাবার হাতে মুঠোয় আজ পুরো আকাশ ভরা আনন্দ, আর, আর একজন বাবার হাতে আজ এক আকাশ শুন্যতা।

এর পর আর কিছু নেই। সেইদিন ওই হাওড়া স্টেশন থেকে একজন ভগ্ন হৃদয় বাবা তার মেয়ের চিতা ভষ্ম নিয়ে ফিরেছিল। আর একজন বাবা তার মা দুর্গা কে নিয়ে ফিরেছিল, কিন্তু বিষন্ন হৃদয় এ। একজন সন্তান হারা বাবার কষ্ট বুঝি ওনার হৃদয় কেও ব্যথিত করেছিল সেদিন। আসলে প্রতি বছরই মা দুর্গা সত্যিই আসেন, বিভিন্ন রূপ নিয়ে। আমরা কেউ বুঝি, আবার কেউ বুঝতে পারি না।

Shades of Grace *by Shatarupa Ganguly*

Craft and Paintings *by Aahan Malik, 4 years*

“আশুদা কে আজও মনে পড়ে” *by Subhra Bandyopadhyay*

আমার ছোটবেলার বহুদিন উত্তর কোলকাতার বিডন ষ্ট্রীটে ৯/বি ফকির চক্রবর্তী লেনের ভাড়াবাড়ির একতলাতে কেটেছে। এগারো বারো ক্লাসের পুরোটা ই ওই বাড়িতে জ্যাঠা,জেঠিমা যাকে দিদি বলে ডাকতাম আর ঠাকুমা যাকে মা বলে ডাকতাম তাদের সাথে কেটেছে। তাদের কাছে যে অপার স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি, পৃথিবীতে আর কোথাও তা পাইনি কখনো। দারুণ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ পেয়েছিলাম বিডন ষ্ট্রীট এর ওই বাড়িতে। বাড়ির আশেপাশে অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তিরা থাকতেন। তাদের সাথে কথাবলা, মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাড়িতেও জ্যাঠামশাই এর থেকে কবিতা লেখা, বিভিন্ন বই পড়া, আবৃত্তি করা, নাটক করা ও দেখা, আঁকা এগুলো শিখতাম। মাইক্রোস্কোপ আঁকা শিখেছিলাম জ্যাঠার কাছেই।

অগ্রদূত সংঘ, মিনার্ভা থিয়েটার, বয়েজ ওন, রবীন্দ্র কানন এগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম আস্তে আস্তে। আহিরীটোলা, জোড়াবাগান, দেবেদের বাড়ি, তাদের মিউজিক্যাল ক্লাব, জোড়াসাঁকো, হেদুয়া, ছাতুবাবুর বাজার, নতুন বাজার, গ্রে ষ্ট্রীট, কুমারটুলি অলিগলি ঘুরে বেড়াতাম।
এখনো বিডন ষ্ট্রীটে গেলেই আমার সবথেকে ভালো লাগে, আনন্দ হয়। সেই বাল্যকালের বা কৈশোরের ভালো লাগা বিডন ষ্ট্রীট এর উপর এখনো অটুট রয়েছে।

বিডন ষ্ট্রীট নিয়ে অনেক কাহিনী, গল্প রয়েছে আমার মনে। এখানে শুধু আশুদা কে নিয়েই লিখবো।

আশুদা রা থাকতো আমাদের বাড়ির গলি পেরিয়ে শিবমন্দিরের পাশে। একটাই ঘর, অনেক লোক। তিনভাই, বাবা মা, দুই বোন। খুব কষ্ট করেই ওরা থাকতো ওই ঘরে, অভাবও ছিলো বিস্তর তাদের। পরে দিদিদের বিয়ে হয়ে যায়, বড়ো ভাই বিশুদার বিয়ে হয়ে অন্যত্র চলে যায়।
আশুদার সঙ্গেই আমার ছিলো খুব ভাব।

আমাদের বাড়ির বাজার আশুদাই করতো। আমিও তার সাথে মাঝে মাঝে যেতাম ছাতু বাবুর বাজারে বা নতুন বাজারে। বাজার করা শিখতাম আশুদার কাছে।

জন্মাষ্টমী তে ঝুলন সাজিয়ে দিতো আশুদা দারুণ করে। ভালো আঁকতো আশুদা, মাটির পুতুল তৈরি করতে পারতো ভালো। ডেকরেশনের একটা সুন্দর ধারণা ছিলো আশুদার।
একটু বড়ো হয়ে আশুদা আমাদের বাড়ির পাশেই একটা non ferous metal er কারখানায় আশুদা কাজ পেয়ে গেলো। খুব কাজ করতো, রোজগার করতেও শুরু করলো। ঘড়ি, সাইকেল কিনে ফেললো। সাইকেলের পুরো মেন্টেনেন্স পুরো নিজেই করতো খুব দক্ষ ছিলো কাজেকর্মে।
যে কোন বিষয়ে খুব পজিটিভ ছিলো আশুদা, ভয় পেতো না কোন সমস্যা কে। কিছু সমস্যা হলেই ঠিক মাথা থেকে কোন না কোন উপায় বার করতো। খুব বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ছেলে ছিলো।

ঘুড়ি ওড়ানো, ঘুড়ি, সুতো নির্বাচন সব আশুদা করতো। আমার থেকে পাঁচ ছ বছরের বড়ো ছিলো কিন্তু বন্ধুর মতো ব্যবহার করতো।
মাঝে কখনো কখনো একসাথে সিগারেট ও খেয়েছি। যদিও আশুদার কোন নেশা ছিলো না। কাজ পাগল মানুষ ছিলো, কিছু না কিছু কাজ নিয়ে থাকতো।

আমার জন্মদিন পালিত হতো ছোটবেলায় ওই বিডন ষ্ট্রীট এর বাড়িতে। সবাই বই উপহার দিতো। পড়তাম বইগুলো। কিন্তু মন পড়ে থাকতো আশুদা কি উপহার নিয়ে আসে তার উপর।
আশুদা বই আনতো না আমার জন্য, বই এর সাথে আশুদার সম্পর্ক ছিলো না বিশেষ, ফাইভ সিক্স অব্দি পড়েছে। কিন্তু কাগজ টা রোজ পড়তো।

আশুদা আমার জন্মদিনের দিন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাতের দিকে আসতো অন্য ধরনের উপহার নিয়ে। কখনো লাইনের উপর দিয়ে চলা চাবি দেওয়া ট্রেন, ব্যাটারি চালিত খেলনা বাইক, দারুণ আর্ট এর টেবিল ল্যাম্প, চাইনিজ চেকার, নানারকম স্পেসিং এর পাজেল টাইপ খেলনা এসব নিয়ে আসতো। বাড়ির সবাই ওর উপহারের খুব প্রশংসা করতো। সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার মনে হতো আমার। হাতিবাগান মার্কেটে ঘুরে ঘুরে এসব উপহার বেশ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে আসতো।

ঠাকুমা ওকে মৃদু ভর্ৎসনা করতো এতো টা টাকা খরচের জন্য, কিন্তু ও বলতো, " তোতনের জন্মদিন, আমি কিছু কিনবো না, তা কি করে হয় "। এই রকম বলতো আশুদা।

আমাদের বাড়ির অনেক কাজ আশুদাই করে দিতো। আশুদা ছাড়া অনেক কাজ বন্ধ হয়ে যেতো। আবার কারখানার কাজ ও খুব ভালো ভাবে করতো। মালিক খুব প্রশংসা করতো ওর ঠাকুমার কাছে। আশুদা কে নিজের দাদার মতোই মনে হতো, কখনো পর ভাবিনি।
আশুদারা খুবই অর্থাভাবে ছিলো। লেখাপড়া ও হয়নি সেভাবে। কিন্তু আশুদা ছিলো অত্যন্ত ভদ্র সভ্য সৎ ও সাহসী মানুষ,কখনো কোন নেশা করতো না, কাজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসতো। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই খাওয়া দাওয়া করতো। মুখে হাসি লেগে থাকতো আশুদার সবসময়ই। বাড়ির বড়োরা সবাই আশুদাকে খুব ভালোবাসতো।
আশুদা মানেই ছিলো গুড নিউজ।
আড্ডা গল্প এসব আশুদার পছন্দ ছিলো না। সবসময়ই কোন না কোন কাজ, বুদ্ধিসংক্রান্ত কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতো।
পরনিন্দা পরচর্চা, ঝগড়া মারামারি দাদাগিরি নেশা করা এসবের সাথে কখনো যুক্ত ছিলো না। তাই বাড়ির সবাই আশুদা কে খুব স্নেহ করতো।
এখন বুঝি আশুদা পুরো অ্যাসেট ছিলো।

এরপর অনেক সময় গেল চলে। বারাসাতে বাড়ি কিনলো আশুদা। ওদের বাড়ির সবাই সেখানে চলে গেলো। আশুদা আর ওর ছোট ভাই বুড়ো বিডন স্ট্রীট এর বাড়িতে থাকতো।

এরপর আমি চাকরি তে যোগ দিলাম। ঠাকুমা মারা গেলেন, জ্যাঠামশাই রিটায়ারমেন্টের পর বরানগরে ফ্ল্যাট কিনে চলে গেলেন। বিডন স্ট্রীট এর বাড়ি Landlord কে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

বিডন স্ট্রীট যাওয়া কমে গেলো। পরে অন্য কারো কাছে শুনলাম আশুদা বিয়ে করে সিঁথিতে চলে গেছে। কিন্তু ওদের ঘর টা ওদের কাছেই ছিলো। আশুদা নিজের কারখানা খুললো এরপর। যাইহোক বহুবছর আর যোগাযোগ ছিলো না।

অনেকবছর পর, আমি আমার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আশুদাদের ওই ঘরটায় গেলাম। আমাদের দেখে আশুদা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলো। কি খাওয়াবে আমাদের, কি উপহার দেবে এসব নিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠলো। আমাদের হাতে সময় কম ছিলো, তাই তাকে নিরস্ত্র করলাম কোনমতে।
কথা বলতে বলতে দেখলাম আশুদা একটা চোখ নিয়ে কিরকম করছে! পরে শুনলাম গাড়ি এক্সিডেন্টে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কথা বলাতেও একটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এটাও বুঝলাম মানুষ টা একরকম আছে, হৃদয় পাল্টায় নি।
তার পর আরও একবার ওদের বাড়ি গেছিলাম কিছু জামাকাপড় আশুদা আর ওর ভাই বুড়োর জন্য নিয়ে। খুব খুশি হলো সামান্য উপহার পেয়ে।

এরপর প্রায় তের চোদ্দ বছর পর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে গেছিলাম।
পুরনো অভ্যেস মতো এক ধাক্কায় দরজা খুলে আশু দাদের ঘরে ঢুকে গেলাম, ঢুকে দেখলাম আশুদা, বুড়ো বা পরিচিত অন্য কেউ নেই, অন্য একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। জিগেস করলাম আশুদা কোথায়, বললো আমি চিনি না।

অবাক লাগলো। বুঝলাম আশুদার কারখানা হাতবদল হয়েছে। আশুদা দের বাড়ির পাশেই ছিলো ভূতনাথ দার দোকান, তাকেও দেখলাম না। সব অন্য মুখ ওয়ালা লোক সেখানে বসে। সেই দোকানের লোকদুটোকেই জিগেস করলাম ভূতনাথ দা, আশুদা কে কোথায় এখন। ভূতনাথ দা মারা গেছে বললো।

তারপর আর একজন বললো আপনি কে? আমি বললাম আমি আশুদার ভাইয়ের মতো, এইখানেই আমরা থাকতাম আগে। বড়ো হয়েছি।
সে তখন বললো আশুদা প্রায় সাত বছর হলো উড়িষ্যায় এক বাস এক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে।
দারুণ মন খারাপ করলো। হতভম্ব হয়ে গেলাম।বিডন স্ট্রীট এ আর কাঊকে নেমন্তন্ন সেদিন করতে পারিনি। প্রচন্ড খারাপ লাগা নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম। বাড়ির সবাইকে জানালাম আশুদার মারা যাবার কথা। পরে আশুদার মারা যাবার ব্যাপারটা নিয়ে খবর নিলাম। বেশ এক শূন্যতা বোধ করছিলাম কয়েকদিন। কাজ করতে ভালো লাগছিলো না ভগ্নহৃদয় নিয়ে। চমকে উঠেছিলাম আশুদার মারা যাবার কথা শুনে। আমাদের আত্মীয় না হয়েও আমার পরমাত্মীয় ছিলো আশুদা। আমার জন্য আশুদা চিরকাল বেঁচে থাকবে। আশুদা মারা যেতেই পারে না। কাজেই তার আত্মার শান্তি কামনা করছি না। আশুদার শুভকামনা করছি। সে আমার কাছে জীবিতই আছে।

আমি যতদিন জীবিত, ততদিন আশুদাও জীবিত।
আশুদা মানেই জীবন, ঊচ্ছাস,বুদ্ধির খেলা, নতুন চিন্তাভাবনা, সতেজতা। আশুদা মারা যেতেই পারে না, কোথাও না কোথাও সে আছে!

যেখানেই তুমি থাকো, শান্তি তে থেকো, ভালো থেকো। যদি আর একবার ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারতাম,আশুদার সাথে দেখা হতো!

- শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “

The Divine in Clay, The Message in Kaash

by Koushik Sasmal

পায়ের তলায় senf *by Atreya Majumdar*

জার্মান গ্রীষ্মের পরম সুখের রবিবারগুলোয় এসেন শহরের আসেপাশের বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, লেকের ধারে এক অদ্ভুত ধরনের প্রাণীর সন্ধান মেলে - বাঙালি।
বাঙালি জীবনে রবিবার দিনটির এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই একটা দিনই সকাল ৯-টার আগে ওঠা ঘোর অন্যায়। তারপরে উঠে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই দুপুর, পেট ভোরে মাংস-ভাত এবং ফের আরেক দফা ঘুম। এই নিয়ম মানার ক্ষেত্রে বাঙালিজাতি হয়তো খোদ জার্মানদেরও হার মানায়। সেখানে গত দুই বছর যাবত এসেন এবং তার আসে পাশের শহরে হয়ে চলেছে এক অদমনীয় প্রচেষ্টা - বাঙালির "ল্যাধখোর" দুর্নামটি ঘোচানোর। গড়ে উঠেছে একটি হাইকিং ক্লাব যারা নয় নয় করে দুই বছর মিলিয়ে ২৩টা হাইক করে ফেলেছে!
জার্মানির জাতীয় ক্রীড়া বা শখ বলা চলে হাইকিং। একটু আবহাওয়া ভালো থাকলেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলে বেড়িয়ে পরে। সব সময় যে অপার্থিব সৌন্দর্যের খোঁজেই তারা বেড়িয়ে পরে এরকমটা কিন্তু নয়। শরীরচর্চা এবং মানসিক প্রশান্তির জন্যও তাদের এই উদ্যম। বসন্ত থেকে হেমন্ত পর্যন্ত জার্মানির যে কোন যাত্রাযোগ্য বনবাদাড়, পাহাড়, লেক কিংবা নদীর ধারে গেলেই চোখে পড়বে দলে দলে জার্মান চলেছে। হাতে হয়তো একটা লাথি, মাথায় ঘাম, মনে জোড়, কিন্তু ঠোঁটের কোনায় এক চিলতে হাসি। তা এ হেন দেশে, ভ্রমণপিপাশু বাঙালি যে হাইকিংয়ে বেড়িয়ে পরবেনা, সেটাই তো আশ্চর্যের! যতই ল্যাধের জন্য বদনাম থাকুক, বাঙালিরা কিন্তু ঘুরতেও ভীষণ ভালবাসে। তবে জার্মানদের মতন হাইকিংয়ে বেড়োলে কি হবে? এই হাইকগুলো হয় একেবারে বাঙালিয়ানাতে ভরপুর। সেখানে যেমন চলে সাহিত্য, সিনেমা, সত্যজিৎ নিয়ে আলোচনা তেমনি চলে সাম্প্রতিক সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তরজা । এই হাইকিংয়ের ক্ষেত্রই হয়ে ওঠে যেন পাড়ার রোয়াক অথবা চায়ের দোকানের আড্ডার ঠেক। আবার এসব যাত্রায় কখনো বেজে ওঠে বাঁশির সুর - যার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দেয় গানের তান। সঙ্গীতের রোশনিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আমাদের রবিবার সকালগুলো। বাঙালির সঙ্গে যা সমার্থক- সেই খাওয়াদাওয়াও কিন্তু বাদ পড়েনা। ফিস ফ্রাই, আমপোড়ার সরবত, থেকে রঙ্গিন পানীয়, কেক সব কিছুরই আস্বাদন করেছি আমরা। শুধুমাত্র হাইকিংয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনা তখন আর, যেন একটা চড়ুইভাতি হয়ে ওঠে।
এই বেড়িয়ে পরা কিন্তু হঠাৎ করেই হয়না। এক সপ্তাহ আগে থেকে আবহাওয়া দেখে ঠিক করা হয় কোথায় যাওয়া হবে। এর জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যাবহার করা হয়, যেখানে সপ্তাহের শুরুর দিকে উত্তম প্রস্তাব রাখা হয় হাইকিংয়ের জায়গা হিসেবে। তারপরে সেখানে কীভাবে পৌঁছনো যাবে সেই নিয়ে চলে আলোচনা। তারপর রবিবার হলেই আমরা বেড়িয়ে পরি। হাইকিংয়ের শুরুর জায়গায় পৌঁছনো শক্ত হলে গাড়ি নিয়ে চলে যাই আমরা সেখানে, ডয়েচে বানের দয়ায় থাকতে হয়না আর। গোটা সপ্তাহের কাজের ক্লান্তি, জীবনের সমস্তরকমের দুশ্চিন্তা- সব যেন নিমেষে উবে যায় এই এক বেলার সম্মিলনীতে। হাসি, আহ্লাদ, ঠাট্টা এসবে কখন যে আমরা ১০-১২ কিলোমিটার হেঁটে ফেলি, অনেক সময় টেরও পাইনা। আর এর সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন কত কিছু চেনায়। জানতে পারি যে রুয়া নদীর ধারে গজায় রুবার্ব গাছ। জানতে পারি যে এসব জঙ্গলেও গজায় এক ধরনের শাক যাকে আমাদের দেশে সন্ন্যাসীর ঝাল শাক বলে খাওয়া হয়, তার আবার সুন্দর ছোটো লাল ফুল হয়। আরো অনেক রকমের ফল, ফুলের বাহার দেখে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে আরো একাত্ম বোধ করি। বন্য বেরি, আপেল প্রভৃতি খেয়ে পেট ভরাই। আর আমাদের মন ভোরে ওঠে পশ্চিম জার্মানির এই অনিন্দ্য সুন্দর রূপে। বৃষ্টিস্নাতা বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কখনো পৌঁছে যাই উত্তরবঙ্গের গরুমারা জঙ্গলে, কখনো আবার দক্ষিণ ভারতের Western Ghats-এ। কল্পনার পরিধি সত্যি কোন ভৌগলিক বাধা মানে না। এই হাইকিং যাত্রাও কোথাও হয়ে ওঠে বাধ না মানার প্রতীক। নিজের সকল অসুবিধা, মানসিক বা শারীরিক সমস্যা ফেলে একসঙ্গে এই বেড়িয়ে পরার মধ্যে যে মুক্তি - তারই উদযাপন আমাদের এই হাইক। আর এই উদ্যোগের এক বড় প্রেরণা হল আমাদের দলের খুদে সদস্যরা। এই বছর থেকে আমাদের সঙ্গে তারাও চলেছে। দুর্গম পাথুরে রাস্তা যখন তারা অনায়াসে, হাসি মুখে অতিক্রম করে তখন আমরা বাকিরাও অনেকটা মনের জোর পাই। তারাই তখন হয়ে ওঠে আমাদের পথপ্রদর্শক; হাইকিংয়ের বিবেক।
বেলাশেষে যখন ঘরে ফেরার ট্রেন ধরি, তখন শরীর থাকে ক্লান্ত, কিন্তু মন হয়ে থাকে উজ্জীবিত এক নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে। ফের শুরু হয় পরের রবিবারের অপেক্ষা।

Some more Glimpes of Hiking

“কলি” *by Debjani Aditya*

বিবাহিত জীবনের প্রায় দু বছর অতিবাহিত হয়ে গেলোসুমন আর কলির ।দশভূজার তকমায় একটু একটু করে নিজেকে গড়ে তুলতে শিখছে কলি ।একদিকে শশুর ,শাশুড়ির দেখাশোনা ,তার সাথে নিজের প্রাইভেট কোম্পানির চাকরী ,অন্যদিকে সংসারের টুকিটাকি ।সুমন খুব তৃপ্ত কলিকে সঙ্গী রূপে পেয়ে ।শুধু সুমন নয় ,ওর মা ,বাবাও খুব খুশিকলিকে পেয়ে ।কিন্তু সুখ বোধ হয় বেশিদিন স্থায়ী হয়না ।
সুমনের মা বিজয়া দেবী এখন নাতি ,নাতনির মুখ দেখার বায়না ধরেছেন ।বাড়িতে একটা খুদে সদস্য না থাকলে কিচলে? সারাটা দিন বাড়িটা খিলখিল হাসিতে মেতেথাকবে ।দাদু ,ঠাম্মার ভিতর ঘর সুখে ভরে উঠবে কচি কচিআলিঙ্গনের ছোঁয়ায় ।তাই প্রতি মুহূর্ত পুত্র আর পুত্রবধূকে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেই চলেছেন বিভিন্ন ঈশারায় ।

অন্যদিকে বিজয়া দেবীর ইচ্ছের কারণে সুমন আর কলির জীবনে নেমে আসে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ।কলির এক ভয়ংকর সত্যি সুমন গোপন রেখেছেতার মা ,বাবার কাছে ।এখন সেই সত্যিটা সামনে আনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।কলি অবশ্য বলেছিল সত্যিটা জানিয়ে দিতে আগেই ।কিন্তু সুমনের তাতে সায় ছিলো না ।
কলি -'আমি বলেছিলাম আগেই জানিয়ে দিতে ।এখন কি করবে ?'
সুমন-'আমি আমার মা কে খুব ভালো মতো চিনি কলি ।
মায়ের চিন্তাভাবনা এখনও পুরোনো প্রথায় পরে আছে ।আগে জানালে বিয়েটাই মেনে নিত না ।সত্যি বলা যাবে না ।অন্য কিছু বলে ধামাচাপা দিতে হবে।'
কলি -'মিথ্যে দিয়ে দিনের পর দিন চলা যায় না ।সত্যিটা বলে দাও ।তারপর যা হবার হবে ।বড় জোর আমার ওপর রাগ করে থাকবে ।তা থাকুক ।আমি সহ্য করে নেবো ।তোমাকে রিকোয়েষ্ট করছি সুমন আর মিথ্যে নয় সত্যিটাই বলো ।'
ছুটির দিন সুমন বাড়িতেই আছে।সেই সুযোগে বিজয়া দেবীআবার তার মনের অভিলাষের কথা ছেলের সামনে তুলে ধরেন।
বিজয়া দেবী -" এই বংশকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব তো এখন তোরই ।তোরা কবে খুশির খবর দিবি বলতো বাবু ?"
কলি রান্নাঘরে রোজের মতো কাজ করছিলো। ছেলে আর মায়ের কথোপোথন শুনে সে ঠিক করলো আজই সে সত্যিটা বলে দেবে । তাই হঠাৎ আচমকা এসে অসময়ের কালবৈশাখীর মতো সত্যিটা বলতে শুরু করে ,সুমন চাইলেও আটকাতে পারে না ।
কলি -"মা তোমার এই ইচ্ছা কোনোদিন পূরণ হবে না ।"
বিজয়া দেবী -"ইচ্ছা পূর্ণ হবে না ।মানে ?"

সুমন -"আ !তুমি থামো তো ।কি ভুলভাল বকছো ।"
ছেলেকে থামিয়ে বিজয়া দেবীবৌমাকে উচ্চস্বরে প্রশ্ন করেন ,"কি বলতে চাইছো ?স্পষ্ট করে বলো ?"পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে নেবার জন্য সুমন, কলি কিছু বলার আগেই চাপা কণ্ঠস্বরে নিজেই সব বলে।
"আমি বলছি মা ।আসলে একটা সত্যি কথা তোমাদের বলা হয়নি ।"
বিজয়া দেবী -কি ?
সুমন -"আসলে মা কলি কোনোদিন মা হতে পারবে না ।"
বিজয়া দেবী তার কানকে যেন বিশ্বাস করতে চাইছেননা ।
"মানে ?কি বলছিস এসব ?মা হতে পারবে না ।সে আবার কি কথা ?কলিরদিকে একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়লেন "বৌমা !বাবু কি বলছে ?"
শাশুড়ির প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য কলি প্রস্তুত ছিলই ।
"সুমন ঠিকই বলছে মা ।"
কলির দৃঢ় উত্তর শুনে বিজয়া দেবী একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।
বিজয়া দেবী -"ঠিক আছে ,এখন তো মেডিকেল ব্যাবস্থা কত উন্নত হয়েছে ।যদি শরীরে কোনো সমস্যা থাকে ,চিকিৎসা করালে ঠিক হয়ে যাবে ।একেবারে চেষ্টা না করে চুপ করে বসে থাকলে হবে ।না কি তোমারই নেওয়ার ইচ্ছা নেই। এখন তো সব আধুনিক চিন্তাধারা।মা হলে শরীরের গঠন নষ্ট হয়ে যাবে ,স্বাধীনতা নষ্ট হবে।
মায়ের হালকা তির্যক মন্তব্য কলিকে অসস্তিতে ফেলছিলো ।সেই দেখে সুমন বিজয়া দেবীকে থামায় ,
"আ মা !কি সব বলছো ?ওসব কোনো কারণ নয় ।কারণটা অন্য ।ওর শরীরের সমস্যা খুব জটিল ।চিকিৎসা করেও হবে না ।"
ছেলের এই অবিবেচকের মতো মন্তব্যে বিজয়া দেবী একটু হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন ,
"মানে ?এমন কি জটিল সমস্যা যে চিকিংসা করালেও হবে না ।না কি তোরা আরো কিছু লুকিয়ে যাচ্ছিস ।"
তিনজনের কথোপোথনের শব্দ ধীর থেকে ক্রমশ উচ্চতর হয়ে উঠছে দেখে সুমনের বাবা চিন্তিত হয়ে ওই ঘরে প্রবেশ করেন।তা না হলে উনি কারোর ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখান না ।কিছুটা শান্ত প্রকৃতির মানুষ অজয় বাবু ।ঘরে এসে স্ত্রীর উত্তেজনার কারণ জানতে চান ,
"কি হোলো কি তোমাদের ?কি সমস্যা হয়েছে ?"
বিজয়া দেবী -"তোমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করো ও আর কি লুকোচ্ছে ?বৌমার নাকি জটিল সমস্যা আছে ।চিকিংসা করালেওমা হতে পারবে না।"
অপ্রত্যাশিত কথা শুনে অজয় বাবু একটু অবাক হয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন ,
"কি হয়েছে বাবু ?মা কি বলছে ?কিছু সমস্যা থাকলে খুলে বল ।"
সুমনের পা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে ।কি করে বলবে সেই ভয়ংকর সত্যিটা। অন্যদিকে কলি ও উঠেপড়ে লেগেছে সত্যিটা বলার জন্য ।মা ,বাবা মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে ।এড়িয়ে যাবার পথ না পেয়ে কিছু সাত পাঁচ না ভেবে সুমন বলেই দিলো ,
"মা কলি ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে ।তাই ও মা হতে পারবে না ।"
ছেলের উত্তর বিজয়া দেবীর কাছে পরিষ্কার না হলেও অজয় বাবু বুঝতে পারলেন ।
বিজয়া দেবী -"কি জেন্ডার মেয়ে ?ঠিক করে বল ।আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না ।"
ঘরের পরিবেশ কলির কাছে ক্রমশ দমবন্ধ হয়ে উঠছিলো তবুও সে আজ সত্যের মুখোমুখি হবেই ।
মাকে ভালো করে বোঝাতে গেলে কলিকে যে কি সাংঘাতিক অপমান সহ্য করতে হবে সেটা শুধু সুমনই বুঝতে পারছে ।
সুমন -"মা কলি আগে ছেলে ছিল। অপারেশন করে মেয়ে হয়েছে ।তাই ও মা হতে পারবে না ।"
ঘরের পরিবেশ কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ ।যেন একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে ।বিজয়া দেবী যেন সেই কয়েক সেকেন্ড অন্য জগতে ছিলো ।হুঁশ ফিরলে সে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেন না । চেয়ার থেকে ধপ করে উঠে পড়েন। চোখে তার আগুন ঠিকরে পড়ছে ।

চেয়ার থেকে ধপ করে উঠে পড়েন।চোখে তার আগুন ঠিকরে পড়ছে ।
"কি নোংড়া নোংড়া কথা বলছিস বাবু ?আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না ,তুই এ কি অধর্ম করলি ?ছি ছি আমার এরকম সর্বনাশ হবে আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ।এখন বুঝতে পারছি ওর বাবা ,মা কেন এই বিয়ে মেনে নেয়নি ।সন্তানের এসব অপকর্ম সহ্য করতে পারেনি তাই ত্যাজ্য করে দিয়েছে ।বাবু তুই আমাদের মিথ্যে বলেছিস ?ওদের বংশে প্রেম বিবাহ নিষিদ্ধ তাই ওর বাবা ,মা এই বিয়েতে থাকবে না ।তোকে আমি কি ঠিক মতো মানুষ করতে পারলাম না ।তুই এত বড় অন্যায় করতে পারলি ?"
মায়ের কথা কলির বুকে যে কাঁটার মতো ফুটছে সুমন সেটা বুঝতে পেরে মাকে একটু রুক্ষ স্বরে প্রতিবাদ করে থামাতে চায় ,
"আজকের দিনে মানুষ যেখানে নিজেকে উন্নত করছে সেখানে তুমি পুরোনো দিনের সংস্কার নিয়ে বসে আছো । এখন ছেলে ,মেয়ে সবাই সমান ।আমার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তোমাদের কি সমস্যা ?"
ছেলের এসব কথায় বিজয়া দেবীর মন তো নরম হোলোইনা আরো জলন্ত কয়লার মতো রূপ নিলো। ঘেন্নার দৃষ্টি দিয়ে কলির শরীরেরওপর থেকে নীচ অবধি এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন যেন আজ কলিকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন ।কলির পুরুষ সত্ত্বাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন ।যখন সেটা মেলাতে পারলেন না কলিকে অমানবিক অপমান করলেন।যেটা সুমন আগের থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল ।
বিজয়া দেবী -"এই নোংড়ামো আমি সহ্য করতে পারবো না ।আমি ছেলে ,মেয়ে যেই হোক এর মুখ দেখতে চাই না । সুমনের বাবাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ,ওদের ওপরে সব ব্যাবস্থা করে নিতে বলো ।এই অভিশাপী যেন আমার মুখের সামনে না আসে। আমি সহ্য করতে পারছি না ।আমার শরীর অস্থির লাগছে । কলিকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে ওঠেন ,"এখনও দাঁড়িয়ে আছে ।ওকে আমার মুখের সামনে থেকে যেতে বলো ।"
এক মুহূর্তও কলি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না ।নীরবে অশ্রুকে চোখের ভেতর রেখেই সে ওপরে চলে গেলো ।সুমন জানতো তার মাকে বোঝানো যাবে না তার চেয়ে কলিকে সামলানো দরকার আগে ।
ঘরে ঢুকে দেখে কলি বেশ নিশ্চিন্তে কাপড় ভাঁজ করছে এক মনে ।কলির কাঁধে স্বান্তনার ছোঁয়া রেখে সুমন বলে ,
"আমি জানতাম এরকমই কিছু একটা ঘটবে। তাই সত্যিটা বলতে চাইছিলাম না ।কিন্তু তুমি তো শুনবে না ।"
কলি -"সত্যিটা বলার প্রয়োজন ছিলো সুমন ।যা খারাপ একেবারে হয়ে যাক ।মিথ্যে নিয়ে প্রতিদিন সমস্যার মুখোমুখি হবার চেয়ে এটাই শ্রেয় ।
কলির গলার স্বরে যেন এতটুকু কষ্ট লেগে নেই। বেশ দৃঢ়তার সাথে সে সুমনকে আশ্বাস দেয় ,
"তুমি আমাকে নিয়ে এত ভেবো না ।আমি তো এরকম অবজ্ঞা ,অপমান সহ্য করেছি ।তোমার মায়ের তো কোনো দোষ নেই। আমি তো ওনার নিজের নই ।যারা আপন ,যাদের সাথে রক্তের টান আছে তারা যেখানে আমাকে অস্বীকার করে ।সেখানে তোমার মায়ের কোনো দোষ আমার চোখে পড়ে না ।"
কলিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে ভরষা দেয় সুমন ,
"অতীতের কথা মনে করার দরকার নেই । মা ,বাবা কাছে নেই তো কি আছে ?আমি তো আছি আরথাকবো ও ।
এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তটা কলি উপভোগ করার জন্য সুমনের কাঁধে মাথা রেখে সমস্ত ক্লান্তির ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় ,
"আমি জানি সুমন ।তুমি না থাকলে লড়াই করার এত অপরিসীম শক্তি আমি পেতাম কোথা থেকে ?
কল্লোল থেকে কলি হবার সিদ্ধান্ত, তারপর কলি হবার পরীক্ষা ,তারপর নতুন কলির লড়াই সব কিছুতে তোমার সমান লড়াই ।তুমি ছাড়া আমি শূন্য ।তুমি যে আমার অন্তরের মেয়ে সত্তার হাত ধরেছো ।তুমি তো আমার নারীত্বকে পূর্ণতা দিয়েছো। এটাই আমার পরম পাওয়া ।আর কিছুই চাই না ।"
সুমন আর কলি ওপরে আলাদা রান্না করে ।বিজয়া দেবী আর অজয় বাবু নীচে আলাদা খায় ।এইভাবে বেশ কয়েক মাস চলতে থাকে ।কলির সাথে বিজয়া দেবীরএইরকম নির্মম ব্যাবহার সুমন মেনে নিতে পারে না ।কিন্তু মাকে ও ফেলতে পারে না ।মা ,বাবার প্রতি যা যা কর্তব্য সবই করে ।অন্যদিকে বিজয়া দেবীরকলির প্রতি আচরণ দিন দিন আরো যেন নির্মম হয়ে ওঠে।তাদের নীচের মহলে কলির প্রবেশ নিষেধ ।

এমনকি আত্মীয় পরিজন আসলে ছল চাতুরী করে ওপরে উঠতে দেননা ।যাকে বলে পুরো একঘরে করে দিয়েছেন কলিকে ।স্ত্রীরকড়া আদেশে অজয় বাবুও তার বৌমার সাথে কোনরকম কথা বলেন না। অশান্তি উনি পছন্দ করেন না ,তাই নিজেকে এসব থেকে আলাদা রাখেন ।কিন্তু কথাবার্তায় উনি বিজয়া দেবীকেবুঝিয়ে দেন ,ছেলে বড় হয়েছে ।তাইতার ভালো মন্দ তাকেই বুঝতে দেওয়া উচিত ।তার চিন্তাধারা ,পছন্দ ,অপছন্দ আলাদা হতেই পারে ।সেটা মেনে নিতে হয় আর মেনে নিতে না পারলে দূরে থাকতে হয়। বিজয়া দেবী এই যুক্তি মোটেও মেনে নেননা ।তার মতে ,কলি অপবিত্র ,ধর্মভ্রষ্ট ।এমনকি অনেক সময় রাগের বশে কলিকে হিজরে বলেও অপমান করেছেন।
এত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও কলি এতটুকু ভেঙে পড়েনি ।অপমানে ,অপমানে তার অস্তিত্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তাও সে স্বাভাবিক ।কারণ রক্তের সম্পর্ক এর থেকে অনেক বেশী আঘাত করেছে। যারা পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেআজ তারাই সন্তান হিসেবে অস্বীকার করে ।এই কষ্ট শাশুড়ির দেওয়া কষ্টের থেকেও বেদনাদায়ক ।সুমন পাশে থাকলেও যেন এই শূন্যতা পূর্ণ হবে না কোনোদিন ।তাই আজ তার বুক নিদাঘ ।অনেক ঝড়ের সাথে তাকে লড়াই করতে হয়েছে সুপ্ত মেয়ে সত্ত্বাকে বহিঃপ্রকাশ করবার জন্য ।তবুও সে হার স্বীকার করেনি ।কলি মনে করে নিজের মতো বাঁচার অধিকার সবার আছে ।জীবনে যদি সুমন হাত না ধরতো তাও সে মাথা নত করতো না ।ভাগ্য তার দোসরে তাই ঈশ্বর সুমনকে উপহার দিয়েছে ।তাই এখন একমাত্র সুমনকে ঘিরেই তার যত আশা ,ভরসা ।শাশুড়ির এই অহিতকর ব্যাবহার তার মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি ,পারবেও না ।এইভাবে আরো বেশ কয়েক মাস চলতে থাকে ওদের চারজনের জীবনের গণিত। কিন্তু হঠাৎ করে গণিতের ধারাপাত যেনএলোমেলো হয়ে যায় ।জীবনের যোগ বিয়োগের সমাধান যেন খুঁজে পায় না অধিকারী পরিবার ।
রোজগার মতো সুমন কাজে বেরিয়ে আর ফিরে আসলো না ।রোড একসিডেন্টে সুমনের দেহাবসান হয় ।সুমনের মৃত্যুর সাথে সাথে অধিকারী পরিবারের বাকি তিনজনের জীবনটা ও যেন ছাড়খার হয়ে যায় ।বিজয়া দেবী ছেলের শোকে স্ট্রোকেপ্যারালাইজড হয়ে যান ।আগে যে মানুষটা পুরো সংসারটা নিজের দাপটে ধরে রাখতো ,আজ তার শরীরটা বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে ।অজয় বাবু এমনিতেই শান্ত এখন উনি আরো নীরব হয়ে গেছেন । যে কোনো কাজ করতে ওনার ভুল হয়ে যায় ।সব সময় অন্যমনস্ক থাকেন।সংসার সামলানো তার পক্ষে সম্ভব নয় । এমতাবস্থায় কলি ছাড়া তাদের গতি নেই। আত্মীয় ,বন্ধু পরিজন সবাই কলিকে এরকম পরিস্থিতিতেশক্ত হতে বলে । সে ছাড়া দুজন বুড়ো ,বুড়িকে কেই বা দেখবে ?
ছয় ,সাত মাস হতে চলল সুমন চলে গেছে ।অধিকারী পরিবারে কলিই সর্বেসর্বা ।বয়স্ক শশুর ,শাশুড়ির দেখাশোনা ,সংসার চালানো ,কাজের মাসি ,আয়া মাসিকে পরিচালনা সাথে অফিসের কাজ সব একা হাতে সামলে চলেছে । সময় আর ভাগ্য কখন বদলে যায় তা বোঝা মুশকিল ।কাল যাকে অপবিত্র ,নোংড়া বলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল বিজয়া দেবী আজ তার সেবা নিতে হচ্ছে।কলি আজ তার ঘরে শুধু আসে না ,তার বিছানায় বসে ওষুধ খাওয়ানো ,মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া সবই করে অবলীলায় ।বিজয়া দেবীর শরীর নিথর হয়ে পড়ে থাকলেও নির্বিকার চোখে সবই দেখেন । সুমন চলে যাওয়াতে কলির অনুভূতিগুলো সব পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে ।আজ সে যন্ত্র মানব ।কাজ নিয়ে আর দায়ীত্ব নিয়ে সারাদিন ব্যাস্ত রাখতে চায় নিজেকে ।এতটাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাতে রাতে শুলেই ঘুম এসে যায় ।তা না হলে নিঃসঙ্গ রাতটা গিলে খাবে ।সে ঠিক করে নিয়েছে শাশুড়ি যতদিন সুস্থ না হচ্ছে সে তার দায়ীত্ব নিষ্ঠা ভরে পালন করবে ।তারপর যদি শাশুড়ি এই বাড়িতে থাকতে না দেয় সে ছোটো ফ্ল্যাট কিনে একা থাকবে । কিংবা পাহাড়ের কোনো আশ্রমে চলে যাবে। পাহাড় ওর খুব প্রিয় ।সুমনের সাথে সে অনেকবার পাহাড়ে গেছে । একজন নারীর যা যা পাওয়ার অধিকার , সুমন তাকে সব দিয়েছে ।সুমন সব সময় চেয়েছে ,কলির যখন যা ইচ্ছে হবে তাই যেন করে তাই সে আর কম্প্রোমাইজ করবে না কোনো কিছুর বিনিময়ে ।সে আর কৈফিয়ৎ দেবে না তার নারী সত্ত্বার অস্তিত্বের ।
দুবছর কেটে গেলো এইভাবেই ।কলির সেবা ,যত্নে বিজয়া দেবী আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ ।এখন উঠতে পারেন ,বসে খাবার খেতে পারেন। নিজের ঘরে কলির আনাগোনা তার আর অসহ্য লাগে না । ।এখন যেন কলি বাড়ি আসলে ওনার চোখদুটো বলে দেয় ,উনি কতটা নিশ্চিন্ত ।অজয় বাবুর তো কলি ছাড়া সবই অন্ধকার ।শশুরের সাথে কলির আড্ডা খুব ভালোই জমে ওঠে চায়ের সাথে ।সন্ধ্যে হলেই অজয় বাবু ছটফট করেন কখন ওনার কলি মা আসবেন ।একটু একটু করে দুজন বয়স্ক প্রবীণকে কলি বেশ সুস্থ করে তুলছিলো ।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেলো ।আজ সুমনের বাৎসরিক ।বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় পরিজন এসেছেন। পুজোর আয়োজন ও চলছে ।বিজয়া দেবী দেখাশোনার আয়া মাসিকে ঈশারায় আর গোঁ গোঁ শব্দেজানতে চাইছেন আজকের অনুষ্ঠানের কারণ ।আয়া মাসি কারণটা জানাতে ইতস্তত করছিলো।বিজয়া দেবী উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দেখে বাধ্য হলো বলতে ,

"আজ আপনার ছেলের মৃত্যু বার্ষিকীর পুজো মাসিমা ।তাই সবাই এসেছে ।"

একথা শুনে বিজয়া দেবী হঠাৎ করে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে পড়েন ।তার গোঁ গোঁ শব্দটা যেন চিৎকারে পরিণত হতে থাকে ।সাথে শরীরটাকেও যেন নাড়াতে চেষ্টা করেন ।আয়া মাসি হতভম্ব হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য কলিকে ডেকে আনে। কলিকে দেখে বিজয়া দেবী একদিকে চিৎকার করে কিছু বলতে চাইছেন আর অন্যদিকে চোখ দিয়ে ওনারজল পড়ে চলেছে ।কলি বুঝতে পারলো তারজ শাশুড়ি কি বলতে চাইছেন ।আয়া মাসির সাহায্য নিয়ে কোনরকমে হুইল চেয়ারে বসিয়ে সুমনের ছবির সামনে নিয়ে আসে শাশুড়িকে । এতে বিজয়া দেবীর শরীর আরো খারাপ হতে পারে ভেবে অনেকে আপত্তি জানায় কিন্তু কলি কারোর বারণ শোনে না ।ছেলের কাছে মায়ের থাকার অধিকার সবার আগে ।এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোর নেই।

ছবিতে সুমনকে দেখে বিজয়া দেবী আর স্থির থাকতে পারলেন না ।হাউহাউ করে চিৎকারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন । সাথে সাথে হঠাৎ একটা চমৎকার ও হয়ে গেলো ।উনি শোকের বশে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে সুমনের ছবিটা হাতে নিয়ে ' বাবু বাবু 'বলে বেদনাদায়ক স্বরে কঁকিয়ে উঠলেন ।

এই দৃশ্য দেখে ঘরে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে যায় ।অজয় বাবু এগিয়ে এসে তার স্ত্রীকে স্বান্তনা দিয়ে বলেন ,

"আর কেঁদো না বিজয়া ,ছেলের কাজটা তো আমাদেরই করতে হবে ।এসো বাবুর আত্মার শান্তি কামনা করি দুজনে মিলে ।ও যেখানে থাকুক ভালো থাকুক ।"

এক বছর আগে যে মানুষটা পুত্রশোকেনিজের চলন শক্তি হারিয়ে ফেলে ছিলেন সে মানুষটা পুত্রশোকেই আজ আবার ক্ষমতা ফিরে পেলেন ।

সুমনের কাজ সুষ্ঠ মতো সমাপ্ত হলো ।আত্মীয় যারা এসেছিলেন তারাও ফিরে গেলেন ।পরের দিন সকালে কলি অজয় বাবুর কাছে বাড়ি থেকে চলে যাবার অনুমতি চায় ,

"বাবা !মা তো সুস্থ হয়ে গেছে।আমাকে আর প্রয়োজন পরবে না মনে হয় ।তাই আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাবো ।"

কলির কথা শুনে অজয় বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন ,

"চলে যাবে মানে ?নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবে ?আমাদের বুড়ো বুড়িকে একলা ফেলে চলে যাবে ?"তারপর উত্তেজিত হয়ে ঘরে গিয়ে বিজয়া দেবীকে কলির সিদ্ধান্তের কথা জানান ।বিজয়া দেবী বিছানায় শুয়ে ছিলেন । স্বামীর মুখে কলির চলে যাবার কথা শুনে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে কলিকে ঘরে ডাকেন ।কলি প্রথমে ঘরে আসতে ইতস্তত করছিলো ।শাশুড়ির নির্দেশে ধীর গতিতেঘরে প্রবেশ করলো ।আগের বিজয়া দেবী যেন হারিয়ে গেছে ।এখন যিনিকলির সাথে কথা বলছেন সে এক অন্য মানুষ ।

বিজয়া দেবী -"তোমার শশুর মশাই বলছেন, তুমি নাকি চলে যেত চাও ।হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নেবার কারণ ।তুমি নাকি বাবুকে খুব ভালোবাসো ।এই বুঝি তার প্রমাণ ।ও নেই তাই তুমিও পালাতে চাইছো ।তা বুঝি নতুন জীবন শুরু করতে চাও ?"

অজয় বাবু স্ত্রীকে বাধা দিয়ে সংযত হতে বললেন ,

"আ !কি সব বলছো ?কোথায় ওকে থাকতে বলবে ,তা না। "

বিজয়া দেবী -"কেন আমি ভুল কি বললাম? "

কলি -"হ্যাঁ মা আপনি ভুল বলেছেন ।আপনার বাবু আমার জীবনে সবটুকু জুড়ে ছিলো আর থাকবে ।এই জীবন নতুন করে শুরু করার নেই। এই জীবন আপনার বাবুর ই ।"

বিজয়া দেবী -"তাহলে চলে যাবে বলছো কেন ?বাবুর বাড়িতে ওরমা ,বাবার সাথে থাকতে কিসের আপত্তি ?"

স্ত্রীর কথায় অজয় বাবুও সন্মতি জানিয়ে বলেন,"হ্যাঁ সেই তো কলি মা তোমার কিসের আপত্তি ?"

কলি -"আমার তো আপত্তি কোনোদিন ছিলো না আর থাকবেও না ।মা পছন্দ করেন না আমায় তাই চলে যেতে চাইছিলাম। এতদিন আপনারা অসুস্থ ছিলেন ।তাই যেতে পারিনি ।এখন তো আর আমাকে প্রয়োজন নেই,তাই এই সিদ্ধান্ত। "
বিজয়া দেবী -"তুমি সব বুঝে গেছো দেখছি ।আমার রাগটা বুঝলে ।আর আমার চোখের ভাষাটা বোঝা গেলো না তাই তো ।এই বুড়ো ,বুড়িকে ছেড়ে যেতে এতটুকু বিবেকে বাঁধবে না তোমার ?"বলতে বলতে চোখদুটো যেন হালকা ভিজে গেলো বিজয়া দেবীর ।
বিজয়া দেবীর কাছ থেকে সহানুভূতির সাড়া পেয়ে কলি যেন হঠাৎ চাঁদ পেয়ে গেলো ।শাশুড়ির পাশে গা ঘেঁষে বসে অভিমানী স্বরে বলে ওঠে ,
"মা !আমি তো যেতে চাইনা আপনাদের ছেড়ে ।এখানে থাকলে আমার মনে হয় আমিসুমনের কাছেই থাকি ।ও আমার আশেপাশেই আছে ।শুধু আপনি পছন্দ করবেন না ভেবে" কলিকে থামিয়ে বিজয়া দেবী বলে ওঠে ,
"হ্যাঁ পছন্দ করিনা তো ছেলের বৌ হিসেবে।তুমি এই বাড়িতে বাবুর বৌ না মেয়ে হিসেবে থাকবে ।বৌ হিসেবে কোনোদিন মেনে নিই নি নেবোও না ।আজ আমার মেয়ে থাকলে যেমন হতো তুমি ঠিক তেমন ।এই এক বছরে তোমাকে যে মেয়ে হিসেবেই ভেবেছি। "
বিজয়া দেবীর কথায় অজয় বাবুও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন ,"হ্যাঁ গিন্নি এতদিনে তুমি একটা সঠিক কথা বললে । সত্যিই ও আমাদের মেয়েই ।
কলি আর বিজয়া দেবীর আবেগের চোখের জলে মিলনের পালা শেষ হলো ।সাথে অজয় বাবুও যোগ দিলেন । সেদিন থেকে অধিকারী পরিবারে মা ,বাবা আর মেয়ের নতুন জীবন শুরু হলো । জীবনের গণিতটা বড়ই জটিল । সমাধান পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু অনেক যোগ বিয়োগের পর ।কিছু সম্পর্ক বিয়োগ হলেই মনে হয় কিছু সম্পর্ক যোগ হয় ।মন্দের মাঝেই ভালো লুকিয়ে থাকে ।যেটা খুঁজে নিতে হয় ।

Some glimps of last year

নিভৃতি
Sarbojanin Durgotsob
সার্বজনীন দুর্গোৎসব

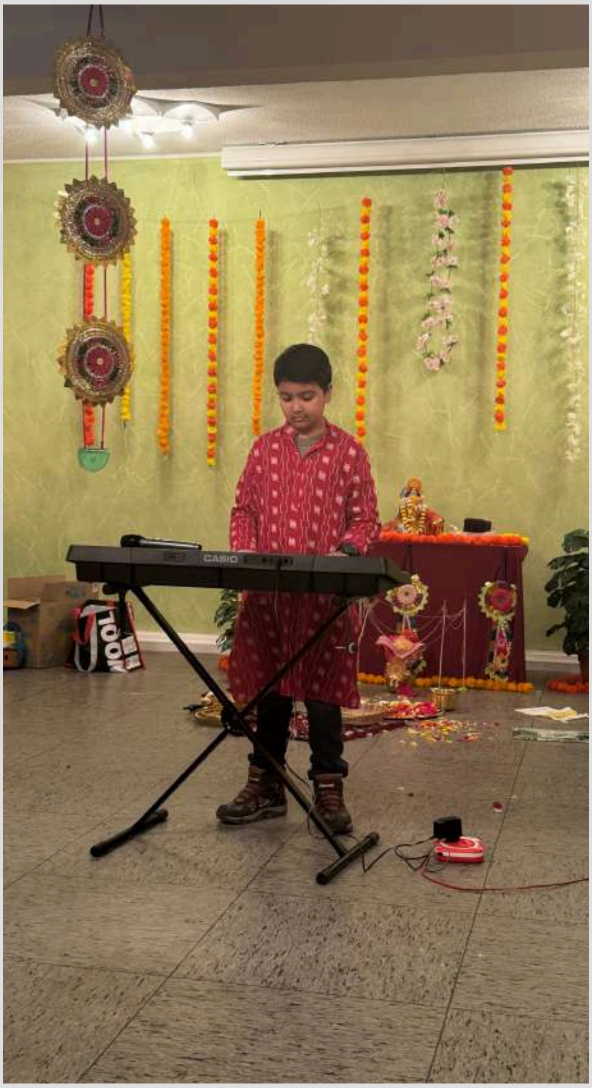

Indian Cultural Connection | ICC Essen e.V.

Indian Cultural Connection | ICC Essen e.V.

Message from Vice Chairman

আমার শৈশব এর অনেকটাই কেটেছে দূরদর্শন এর সাথে - তাও আবার সাদা কালো টিভি তে| দিনে চব্বিশ ঘন্টার এন্টারটেইনমেন্ট তখন উপলব্ধ ছিল না| দূরদর্শন এর সেই বিখ্যাত লোগো| দুটো পাকা ভুরু আর তার মাঝে ছানি পড়া ছোখের মনি -দিনের নির্দিষ্ট সময় মিউসিক সহযোগে ঘুরে ঘুরে বিদায় নিতো আর বলে যেত এইবার নিজের টা নিজে দেখেনে| ওয়াকমান ও তখনো হাতে পাইনি যে গান শুনবো| পরে থাকা খালি সময় টা ভরাতে হতো খেলধুলো বা বই পরে| একটু বড়ো বয়সে প্রেম ট্রেম ও করা যেত| সে গল্পে নাহয় পরের বার যাবো| যাইহোক, কায়িক প্রিরিশ্রমে চিরকাল এর অনীহা| তাই বই পড়েই সব থেকে বেশি অবসর সময় কাটাতাম| হাতের নাগালে পাওয়া বিভিন্ন রকমের বই এর মধ্যে এক বিশেষ ধরনের বই এর প্রতি আকর্ষণ ছিল খুব বেশি| আশা করি বুঝতেই পারছেন কোন দিকে জল গড়াচ্ছে| হ্যাঁ ঠিক ই ধরেছেন| পূজাবার্ষিকীর কথাই হচ্ছে|আনন্দমেলা আর শুকতারা ছিল সব থেকে প্রিয়| তার সাথে এক ধরণের নিসিদ্ধ লোভ ছিল সানন্দা আর আনন্দলোক এর পূজবার্ষিকীর প্রতি| প্রধানত মা কোনোদিন পড়তে দিতো না বলে| তবে আজ আমার ফেভারিট লিস্টে যোগ হয়েছে আরেকটা পূজোবার্ষিকী -নিভৃত্তি নবপত্রিকা|

এই আমি,যে কিনা সেই পচিশ বছর আগে শেষবার উচ্চ মাধ্যমিক এর বাংলা পেপার এ কিছু ভেবে চিনতে লিখেছিলাম, কোনোদিন যে পূজবার্ষিকী তে কিছু লিখবো স্বপ্নেও ভাবিনি|
অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছা করছে| কিন্তু সম্পাদক ম্যাডাম খুব করা| বলেছেন ‘দেবাদা অনেক ভালো ভালো কনটেন্ট জমা পড়েছে| এলেবেলে হলেও তুমি ক্লাবের একটা পদধারী|এক প্রকার বাধ্য হয়েই তোমায় জায়গা দিচ্ছি| একদম বাজে বকবে না’| অতএব to the point এ থাকাই শ্রেয়|
প্রথমেই বলি তাদের কথা যারা নিভৃতি নবপত্রিকা এ কনটেন্ট জমা দিয়েছো বা দিয়েছেন| পুজোর সাথে যারা জড়িত তাদের এবং তাদের বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে থেকে লেখা ও ছবি জমা পড়েছে| খুব ভালো লাগে দেখে যে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ সকলেই আমাদের এই উদ্যোগে সামিল হয়েছে| আমরা সত্যিই অভিভূত| সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ|
সুযোগ যখন পেয়েছি তখন একটু পুজোর প্রচার ও করে ফেলি| এই লেখার সময় পুজোর আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি| এইবার পুজোর বেশিরভাগ দিন weekdays এ পড়েছে| এতো আর পশ্চিমবঙ্গ নয় যে পুজোয় পাঁচ দিনের টানা ছুটি আছে|সবাইকে অফিস আর স্কুল সামলে পুজো উদযাপন করতে হবে| তাই দর্শক সমাগম কতটা হবে সেই নিয়ে সংশয় হওয়াই স্বাভাবিক| আর বারোয়ারি পুজোর প্রাণভমড়া হচ্ছে দর্শক| ফাঁকা প্যান্ডেল আর কার ই বা ভালো লাগে বলুন| কিন্তু আমাদের দুঃসাহস দেখুন|আমরা সব ভয় কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই বছর ছয় দিন ধরে পুজো উদযাপন করতে চলেছি|

সাহস টা দেখাচ্ছি কারণ আমরা জানি যে নিভৃত্তি-পরিবার আমাদের সাথে আছে|বাঙালী দেশে থাক বা বিদেশে, পুজোর কটা দিন মা এর মুখ না দেখে থাকতে পারবে না| তাই অন্যান্য পুজোর মতো প্রতিদিন নিত্য নতুন অফার না দিয়ে আমরা পুজোর আয়োজনে বেশি মন দিচ্ছি|

এবারেও আমরা ব্যবস্থাপনার কোনো খামতি রাখিনি| Ruhr অঞ্চলের বিখ্যাত শেফ দোলা দির হাতের রান্না তো থাকছেই|
তার সাথে থাকবে অনেক ঝলমলে আর রং চঙে প্রোগ্রাম| নাচ গান এর সাথে থাকবে ‘এ -সেন বংশীও’ দের নাটক| থাকবে ফ্যাশন শো ও|টলিউড থেকে বলিউড, ক্লাসিকাল থেকে k-pop সবই থাকবে মজুত| তাই এক মুহূর্ত ও bore হওয়ার কোনো সুযোগ নেই| আসতে হবে, নাহলে পস্তাতে হবে|

সব শেষে আসি পাঠকগণের কথায়ে| এই লেখাটা পড়ছেন মানে ধরে নিচ্ছি বাকি বার্ষিকী টাও পড়েছেন| আর এই লাইন টা পড়ছেন মানে এই অধমের লেখা টা ও পড়লেন| সত্যি বলছি কথা টা ভেবে অভিভূত হয়ে চোখে জল এসে গেলো| ইচ্ছে হচ্ছে টেনি দার মতো বলি ‘Di la grandi mephistophilis yak yak’
আবেগ সামলে শেষে এই টুকুই বলবো| যে আগ্রহ আর ধৈর্য্য নিয়ে বার্ষিকী টা পড়লেন তার সিকি ভাগ উত্তেজনা নিয়ে আমাদের পুজো এ আসুন| কথা দিলাম নিরাশ হবেন না|
শুভ শারদীয়া সকল কে

With warm regards,
Debaditya Mukherjee

Together, we build a stronger community. Your support matters!
Please support us here.

Other Partners

Media Partners